

ଅମମ ଅକାଶ : ୨୫ଶେ ଜୁলাই, ୧୯୭୦ খ্রী.

ଅଛଦ ଏঁକେছেন : প্রাণকৃষ্ণ পাল

প্রকাশক : জ্যোৎস্নাময় ঘোষ, স্বপ্নক প্রকাশন , বরদা ব্রীজ, নৈহাটি.  
২৪ পরগণা ।

মুদ্রক : শচীনন্দন মিত্র, শ্রীভূগা প্রেস, গরিগা, ২৪ পরগণা ।

## সূচিপত্র

চিঠি	( তুমি আর কতদিন গালাশীলমোহব স্ট্যাম্পের )	৭
যারা রক্ত থায়	( রক্তপায়ী লোলুপতা প্রতিদিন নিঃশব্দে তাদের )	৮
নেশা	( তুমি কী হারিয়ে গেছ ? কিংবা দূর আকাশ অবধি )	৯
শেফালির প্রতি	( আশ্চর্য ! শেফালি তুমি পুনর্বার এসেছ এখানে )	১০
ছাট কিং কোলের গান শুনে	( শুধু তুমি একা অনিবার্ধ উপশম )	১০
রাজকন্ঠা		
১.	( সে কোন স্মরণাতীত সন্ধিক্ষণ অশ্রুট প্রত্যাঘে )	১১
২	( সময় পেরিয়ে আমি কত আর দূরে যেতে পারি )	১১
৩	( আমি দীর্ঘদিন একা অন্ধকারে প্রিজনার ভ্যানে )	১২
৪.	( গোথুলি ফুরিয়ে যায় রাজকন্ঠা তোমার মতন )	১২
কোনদিন সেখানে যাবোনা	( কোনদিন যেখানে যাবোনা )	১৩
ঘুম নেই	( ঘুম নেই প্রতিদিন তবু ঠিক অভ্যাসবশত অন্ধকার প্রান্তর ঘরের )	১৪
রাই জাগো	( রাই জাগো রাই জাগো এতাহের ধূসর প্রত্যাঘে )	১৬
চুষক	( আমাদের প্রত্যেকের বুকে একটা চুষক রয়েছে )	১৬
সংক্রান্তি	( কে কে সঙ্গে ছিল )	১৬
অগত	( অগত ইনফুয়েঞ্জা নয় তবু সারাদিন )	১৭
এখন সূর্যাস্তহীন	( অহেতুক, কেন এই দীর্ঘকাল পোড়োবাড়ি দেয়াল ফ্রেমের সিংহাসনে )	১৮
সন্নীপেশু	( শেফালি যুলের জন্তু ভোট চেয়ে সেই যে একদা )	১৯
সাপলুডো	( ক্রমাগত স্বর্গের সীমায় পৌঁছে আকাঙ্ক্ষিত নব্বুই ঘরের )	২০
গ্রুপছবি	( এই সব স্মৃতিগুলি অন্ধকার রাত্রির দেয়ালে )	২০
মেলাংকলিয়া	( দারুণ পিপাসা তুমি হে আমার নিঃসঙ্গ কবিতা )	২১
ভারতবর্ষ	( গণতন্ত্রে কার কতগামি কপট নির্মোহ )	২২
অন্তর্গত নদী	( সমস্ত দিনের শেষে কলকাতা জেগে ওঠে সূর্যাস্ত সন্ধ্যায় )	২৩
অদলবদল	( বাড়ি ফিরে লাভ নেই কেননা এখন )	২৬
স্বপ্ন আমার	( সমস্ত দিন ঘুমের ঘোরে পরিক্রমা সমস্ত রাত স্বপ্নচারণ )	২৭
মুলিয়া ডাকিনি	( তুমি বলবে এর নাম অবগাহনের অভিযান )	২৮
বয়স বিষয়ক	( বয়স বেড়ে গেছে তোমার ছাথো অগোচরে )	২৯
যখন নৈশক্যা	( যখন নৈশক্যা আমি একা বিচ্ছিন্ন কেননা )	৩০
হলুদ রঙের বাড়ি	( হলুদ রঙের বাড়ি )	৩০
ভবগুরে	( চটকলেব চিমনি বেয়ে নেমে আসে শীতকালের নিশ্চিন্দ আকাশ )	৩১

রোজনাঁমাচা	( যুগে তোমার মুখ রাখো না । চোখের পরে চোখ )	৩১
মা	( অনেক দূরত্ব থেকে অস্পষ্ট প্রতিমার মধ্যে কেউ যেন রবীন রবীন )	৩১
লোকোশেড	( অন্ধকার রাত্রি তার বারোটা মার্কারি ল্যাম্প জ্বলে রাখে বুকুর ভিতর )	৩২
স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন	( আমি তার অবশেষে উদয়াস্ত অন্তোদয় তীব্র প্রত্যাশায় )	৩৩
স্বর্ঘ্যোদয়	( এখন কয়েকটি শিশু জন্ম নেবে নগরীর নোংরা আস্তাবলে )	৩৪
তের নদীর পারে	( প্রভু কাকে বলে অপরাধ পাপ ও পুণ্যের )	৩৫
গান	( গান ছিল তার গতদিনের পেশল অহংকারে )	৩৫
খরা	( এখন কেন্দ্রস্থ লাভা ক্রমশঃ কাছিয়ে আসে । উত্তাপে পরিধি )	৩৬
ব্যাঙেল চার্চ	( আমার জাহাজগুলি ডুবে গেছে কীর্তিনাশা ঝড়ে )	৩৭
চন্দ্রকেতুগড়	( তখন জাহাজগুলি হয়তো বা ভেসে আসতো প্রাচীন বন্দরে )	৩৮
সুনন্দা	( সুনন্দা তুমি কী জানো ঘুম কাকে বলে )	৩৯
অমলচন্দকে অর্পিত স্বপ্নবিষয়ক ভরস্কাগুলি	( অমল, তোমার সঙ্গে বারান্দায় যাবার প্রস্তাব ক্রমশঃ )	৪০
ভ্রংখ	( এক এক দিন এ রকম অল্পখ আমার )	৪১
ম্যাজিক জানিনা	( স্পষ্ট বলে রাখা ভালো, আমি কোনো ম্যাজিক জানিনা )	৪১
নিরোধ	( এখন মহিলাবৃন্দ পুরুষের মতই জানেন )	৪২
নৈঃসঙ্গা	( কাউকে না বলে তুমি অভিপ্রেত বুকুর সম্মুখে )	৪২
যাত্রা	( আমন্ত্রণ আছে কিংবা নেই এইসব না জেনেও )	৪৩
মহয়া	( মহয়ার জন্ত কেউ মাতাল হলেই )	৪৪
জন্মদিনে রচিত কবিতা	( কিছুই অমর্ত নয় । এই সব দিনগুলি কতিপয় মুহূর্ত্ত বাসনা )	৪৫
আন্দাজ	( যখন আন্দাজ নেই বিক্ষারিত কোন প্রত্যাশার )	৪৬
গোধূলি	( গোধূলির পানপাত্রে গাঢ় নেশা জমেছে অনেক )	৪৭
নষ্ট	( আরো এক দিনের বয়স নষ্ট গর্ভপাতে )	৪৭
ভগদূত : উনিশ শ' পয়ষটি	( তুমি তো ভালোই আছ । হান্সু হানা গোলাপ বাগানে )	৪৮
গ্যালাতিয়।	( যন্ত্রকে দিয়েছি মূর্তি গ্যালাতিয়া, পৃথিবী আমার )	৪৯
অ্যালার্ম ব্রক ড্রিম	( অনিশ্চিন্তা, সাবধানে চলাফেরা করো )	৫০
মৃত্যু	( সব কিছু যথারীতি । বিশ্বাসের কিছুই ঘটনা )	৫০
আরোগা	( হটকারিতায় তুমি কত আর দূরে গেতে পারো )	৫১
ভালোবাসা	( পুনর্বীর আমন্ত্রণে )	৫২
চৈত্র	( দূরে সরে এসে যেতে হয় তবু তোমার নিকটে )	৫৩
আঞ্চলিক	( ধর্মনার দিগ্বিদিকে সমুদ্রে যাওয়ার কথা ছিল )	৫৪
হাঙর	( কেন তুমি অবিরাম হাঙর দাঁতের )	৫৪
দিনগুলি	( বয়ঃ প্রস্তুতবৃৎ ছিল ভালো, জানি তোমাদের )	৫৫
রাত্রি বাবোটা পাঁচমিনিটে	( আঠারো ঘণ্টার শ্রম দীর্ঘায়ত দিনগুলি ক্ষুধা ও সন্তাপ )	৫৫
অগ্নি স্বর্ধাস্ত	( দিনান্তের স্বর্ধমুখী বৈকে যায় বিসর্জনের ঘাটে জলন্ত পশ্চিমে )	৫৬

তৃষ্ণা	( তুমি চৈত্র নিষ্ঠুরতা ক্রমাগত আমাকে জ্বালাও )	৫৭
হরিণের মৃত্যু	( সম্মিলিত ছায়া আর রোদ্দুরের গাঢ় অহংকার )	৫৮
ঝরা পাতা	( ঝরা পাতা পাতা ঝরা এল এল চৈত্র চেতনায় )	৫৮
এবার	( এতদিনে তোর মুরোদের কতখানি বহর জানা হয়ে গেছে )	৫৯
স্মৃতি	( এই সব দৃশ্যগুলি রেখে দাও সময়ের বিধগুণ্ড আরকে )	৫৯
সমস্ত কবিতাগুলি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে	( এই সব মৃত্যুগুলি ঔদ্ধত্যের আয়ুর্থে বুলেটে )	৬০
প্রতিদিন ধমনীর দিগ্বিদিকে	( প্রতিদিন ধমনীর দিগ্বিদিকে ধাবিত ইচ্ছার )	৬০
শব্দগুলি সূর্যের কণিকা	( সূর্যের কণিকাগুলি কবিতার বাগ্ময় ছোঁতনা )	৬১
দেবদারু	দেবদারু বৃক্ষের গজুতা )	৬১
পৃথিবী	( অনেক ঊঁচ থেকে নীল আকাশের পাখির ডানার নিচে )	৬২
অস্ত্রবৃষ্টি	( বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টির ভিতর )	৬৩
গোধূলির অগ্নিকাণ্ড	( সূর্যাস্তের সন্ধিক্ষণে দাউ দাউ পশ্চিম আকাশ )	৬৩
যাবার আগে	( হয়তো আমিও যাবো দেখে নিও তুমি প্রয়াণের )	৬৪
বাইরে	( যখন যেদিকে যাও যেদিকে তাকাও ওবা চতুর্দিকে )	৬৫
স্টেনোগ্রাফার	( তোমার যা খুশী তাই ডিক্টেশন দিয়ে যেতে পারো )	৬৫
মর্গ	( আমার মাকেও তুমি রেখে এসো মর্গের পাতালে )	৬৬
জেত্রা	( বেলিঙের মধ্যে দুটো জেত্রা দাঁড়িয়ে ছিল )	৬৭
বিশাল ব্যাপ্তির বোধ	( হতরাং যতদূর যাওয়া যায় ছড়িয়ে পড়ার )	৬৮
আত্মবোধ	( কাকে তুমি জন্ম করে নিকটক ইচ্ছার শিগরে )	৬৯
উদাস বন্ধু	( সূর্যের নিকটতর আদিগন্ত মেঘের মেলায় )	৭০

রচনা কাল : ১৯৬০

## চিঠি

তুমি আর কতদিন গালাশীলমোহর স্ট্যাম্পের  
কলঙ্কচর্চিত চিহ্নে হতচ্ছাড়া প্রণয়লিপির  
নীরব অঙ্করমালা, ভবঘুরে ক্লান্ত পিয়নের  
বিড়ম্বিত হস্তান্তরে জ্ঞান থেকে জ্ঞানাল নাশ্বরে  
সারাদিন ছুটোছুটি, প্রত্যাহের দ্রুত মেলভ্যানে  
ক্রমশ মলিন দেহ, কালি-ওঠা জীর্ণ লেফাফার  
সমস্ত শরীরখানি ডেড্‌লেটার অফিস-ফেরত  
কাটাছাঁটা শোণিতাক্ত ব্যবচ্ছেদে মর্গের শীতল ।

অপেক্ষায় পৌছে যাও ঠিকানার অন্তিম পশ্চিমে,  
তখন ঠিকানা নেই, তবু সব চিঠির প্রাপক  
নামহীন প্রেরকের অলিখিত নিঃশব্দ সংলাপ,  
সহজ প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রতিদিন জ্যোতির্ময় থামে :  
সমস্ত লেটার বক্সে, বাড়ি বাড়ি, শহরে ও গ্রামে  
অসিষ্ট ব্যক্তির চিঠি ডেলিভারি করে যায় অদৃশ্য পিয়নে ।

## যারা রক্ত খায়

রক্তপানী লোলুপতা প্রতিদিন নিঃশব্দে তাদের  
ঔদরিক আকাজক্ষায় শুয়ে নেয় আমাদের হৃৎপিণ্ড অবধি,  
এখন ধমনীগুলি রক্তশূন্য, উপদ্রুত শিবা উপশিবা :  
ল'গতির ফুগফুগের ঘন আন্দোলন  
শরীরের চতুর্দিকে রক্তের স্বপ্নতা  
সহজেই কেউ আর ঘোচাতে পাবে না।  
আপাদমস্তক ছিন্নস্নায়ু প্রত্যঙ্গের নিস্তেজ কোষের  
তঙ্গীগুলি ক্রমাগত অত্যাচাবে যদিও শীতল  
সূর্যমুগী শপথের উদ্বর্তনে  
তবুও প্রবহমান মানুষের ইতিহাস প্রকল্প উত্তোগ,  
কেননা মরণশীল জাতকেরও  
স্বাভাবিক প্রতিরোধ প্রয়াসী শক্তির  
ক্ষমতা অপরিণীম, লোকোত্তর স্থিতিস্থাপকতা।  
শোনিত লোলুপ যারা  
সকলেই বাঘ নয়,  
মশা আর ছারপোকার অসামান্য কানড়েও  
বহু রক্ত খরচ হয়েছে :  
তারজন্য কোনোদিন কোনোক্রমে পৃথিবী মনুষ্যহীন নিশ্চিত হবে না,  
শুধু ব্লাডব্যাঙ্কে রক্ত নেই সমাচারে  
এইবার জেনে গেছি কাকে বলে মশা, কাকে বলে সিংহ।  
মশা আর ছারপোকার অস্তিম কামড়  
প্রতিদিন যতটুকু রক্ত নিয়ে গেছে,  
সম্মিলিত কজির থাঙ্গড়ে  
কমশ ঘনিয়ে আসছে তাদের উচ্ছেদ।

তুমি কী হারিয়ে গেছো ? কিংবা দূর আকাশ অবধি  
আমার নিখাস বিষ ধীরে-ধীরে তোমাকে পোড়ালো ।  
উজ্জানে মারীচগুলি প্রতিদিন, উন্মার্গগামিতা  
মগজে শাসনকর্তা নিবন্ধুশ এবং ধারালো  
অস্ত্রের মতন কিছু বিঁধে থাকে বৃকের বাঁ ধাবে  
যেখানে মিশিচ্ছ নদী উপত্যকা নক্ষত্রের গান :  
গরলমেশানো সুরে কারা যেন কথা বলে ঘুমে-জাগরণে ।

সে-সব কথার মধ্যে মাহুঘের কঙ্কালকরোটি  
নির্মিত অপবাবপত্র, শিষ্টাচার সজ্জ ও সমিতি  
উদ্যোগ সমৃদ্ধ করে, আকাঙ্ক্ষার অহুবর্তী আক্ষেপের মতো  
কাগজের নৌকাগুলি ভেসে যায়, সব মৃত্যু জীবন যৌনতা  
অন্তিম সূর্যাস্তে জলে । বৃকের ভিতর অন্ধকারে  
নক্ষত্রের চিতাভঙ্গ দৃশ্যগুলি কলঙ্কিত, কোরামিন রৌদ্রের আশ্রিত

দিনান্ত রাত্রির ট্রেনে, কেউ ফিরে যাবে টার্মিনাসে :  
আবোপিত গান্ধীর উজ্জীবনে প্রণীত বিশ্বাসে ।

ধ্বংসস্তূপ হ'তে আমি নির্গণের মহোৎসবে কোথাও যাবো না ।  
শকুনের খাণ্ড হতে গিয়ে আজ শকুনেরই খাদক হয়েছি :  
মুখের আড়ালে মুখ রেখে একপ্রকার স্থিরতা ।  
জুনের উজ্জ্বল সন্ধ্যা : উত্তেজক পানপাত্রের উদ্বিগ্ন পিপাসা  
রাত্রির ডায়াল ঘুরে ডুবে যায় দূর উত্তমাশা ।



## শেফালির প্রতি

আশ্চর্য ! শেফালি তুমি পুনর্বীর এসেছ এখানে ?

সমস্ত শহরে জাখো আগুন লেগেছে :

বাতাসে শবের গন্ধ, ছাই জমে চোখে-মুখে, ফুলের বাগানে,  
কেবল কয়েকটি চাঁদ জ্যোৎস্নারাতে চিত্তাভয় নেভাতে এসেছে ।

জুয়ায় গিয়েছে গতকাল শনিবার—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি ময়দানের বিপুল শূন্যতা,  
সঙ্ক্যার ঘাসের মধ্যে বায়োটাকা। রমণীর দিব্য দেহলতা,  
বালিশের সিংহাসনে সম্রাটের মত আমি কলকাতায় জাগি বাংবার ।

বিকল্প বাসর রাত্রি অর্গানের উত্তাল সঙ্গৎ ।

সময় হারিয়ে যায় শেফালিকা, ভূত ভবিষ্যৎ :

অথচ শপথ ছিল নাতিদীর্ঘ প্রবাসের পর,

শেফালি তোমার হাতে হাত রেখে ফিরে যাবো আশ্বিনের রৌদ্রের ভিতর ।

## চ্যুট কিং কোল-এর গান শুনে

শুধু তুমি একা অনিবার্য উপশম

প্রত্যহের উৎকট সম্ভবগুলি

সব কিছু প্রতিরোধ বিধ্বংসী আচারে

ক্রমাগত ভেঙে যায় অমুভব

শ্রুতি-স্বাদ নির্লিপ্ত বিশ্রাম

চতুর্দিকে কেউ নেই তুমি ছাড়া

অসম্ভব অন্তর্মুখী গান্দা অভিপ্রায়

এখন নিঃশব্দ মৌন

যুথহীন কণ্ঠের সন্ন্যাসে

আলোহীন রুদ্রাঙ্ক গৈরিকে

অন্ত এক জাগরণ স্বপ্নের প্রয়াসী

তোমাকে অস্থিষ্ট জেনে জেগে আছি প্রত্যহ মরণে ।

## রাজকন্যা

সে কোন অরণ্যভীত সঙ্কীর্ণ অক্ষুট প্রত্যুষে  
দিন শুরু হয়েছিল যোগিয়া বাহারে  
পাখির ডানায় তুমি অপরূপ রৌদ্রের কনক  
নদী বন উপত্যকা ঘুমভাঙা নগর বন্দর  
নিঃশব্দে পেরিয়ে যাও। সপ্তসিদ্ধি বিহবল বাতাসে  
স্বপ্নের জাহাজগুলি ভেসে যায় দূর দূরান্তরে  
মধ্যাহ্ন নীলিমা তুমি উঠোনের আকন্দ গাছের  
সমস্ত শরীর ঘিরে প্রজাপতি পাখার স্পন্দন  
রৌদ্র ক্রমে বেকে যায় অপরাহ্ন অলস সময়  
উচ্চকিত করে রাখে আমগাছে শালিখ দম্পতি।  
এখন কোথায় কেউ কোনোদিন ভবিষ্য অতীতে  
চিরকাল ছিল কিংবা আছে এই সব জানিয়ে যাবার  
প্রয়োজনে বিকেলের মৃত্যু হয় বিখ্যাত পশ্চিমে  
জানি, তুমি নিষ্ঠুরতা প্রতিদিন গুপ্ত হত্যাকারী।  
সময় পেরিয়ে আমি কত আর দূরে যেতে পারি  
কেবল শৈশব স্মৃতি যৌবনের ময়ূখচ্ছটায়  
একবার সূর্যোদয় আদিগন্ত রূপালি মেঘের  
স্বপ্নের ভেলায় তুমি উপত্যকা নদী ও প্রান্তর  
ক্রমশঃ পেরিয়ে যাও অন্ধকার অস্তিন পশ্চিমে  
চৈত্রের শূন্যতা ছিল ঝরাপাতা সময় ঝরার  
বাউলের দিনগুলি কোজাগরী হলুদ জ্যোৎস্নার  
আরকে ধমনী সিক্ত, হৃৎপিণ্ডের অলিন্দনিলয়ে  
হেমস্ত স্পন্দিত হয় বৈরাগ্যের উদাস সঙ্গীতে  
আর কোনো পাওয়া নেই আর কোনো একান্ত প্রার্থনা  
পৃথিবীতে বাকি নেই শুধু স্মৃতিগন্ধের যৌতুক  
আকাশে ছড়িয়ে পড়ে সংখ্যাহীন নক্ষত্র স্তবকে  
অমল সৌগন্ধ্যে ছাখো ফুলগুলি স্মৃতির বাগানে।

৩ আমি দীর্ঘদিন একা অন্ধকারে প্রিজনার ভ্যানে  
 অস্তিম যাত্রার লক্ষ্যে অন্তহীন চৈতন্য সময়  
 সব কিছু বিসর্জিত দূরতর শূন্যের উদ্দেশ্যে  
 নির্ভর নিয়ম এক অপরাধ অজ্ঞাত শাস্তির  
 প্রত্যাহ প্রাণান্তকর কাঠগড়ার স্থাপিত আসামী  
 প্রতিদিন জেরবার, জুরি সাফী হাকিম হুকুম  
 শুধু এই মধ্যবর্তী পথটুকু জেলখানায় হাজতে ঘোবার  
 অন্ধকার ভ্যানে একা গোধূলিব রূপ জাগে প্রথর ক্ষতিতে।

হলুদ রঙের আলো জ্বন মাসের উজ্জ্বল বিকেল  
 সূর্যাস্ত সন্ধ্যার দৃশ্য বাড়ি ফেরা সমস্ত মুখের  
 তৃপ্তির সূচনা চিহ্ন বেলফুল চাই ফেরিওল।  
 নদীতীরে বালকেরা উচ্চকিত উদ্দাম ক্রীড়ায়  
 ট্রাম ট্রাফিকের ভীড় ফ্লোরোসেন্ট শহর রেষ্টারী  
 বেহালায় স্বর তুলে গান গায় ভিক্ষুক দম্পতি।

গোধূলি ফুরিয়ে যায় রাজকন্যা তোমাব মতন  
 নিজের অজ্ঞাতনামে আমি এক বিধবাসী দৃশ্যের  
 স্মৃতির শায়কবিদ্ধ রুদ্ধগতি পাখির বিলাপে  
 সূর্যাস্তের আলোটুকু প্রাণপণ ডানার বিস্তারে  
 স্ফটিক করার লোভে আগন্তুক রাত্রিকে বলেছি  
 উজ্জ্বল মুহূর্তগুলি একে একে যখন পশ্চিমে  
 উন্মোচিত হতে থাকে দয়াহীন নক্ত তলোয়ারে  
 তুমি আর হত্যাকাণ্ডে চরাচর রক্তাক্ত কর না।

তবুও বিকেল মরে অশবাস্তে তরুণ বয়সে  
 পৃথিবীর ভালবাসা প্রেম স্বপ্ন উতল করুণা  
 ঘেমন শুকিয়ে যায় উন্মেষের আদিম কোরকে  
 ঘেমন মর্গের মধ্যে লাশ জমে অমোঘ নিয়মে  
 প্রত্যাহের প্রার্থনার জলাঞ্জলি রাজকন্যা আশ্চর্য সুন্দর  
 সমর্পণ ব্যতিরেকে নষ্ট হও নির্ভর নিয়মে।

কোনোদিন যেখানে যাবো না

কোনোদিন যেখানে যাবো না  
রামধনু আকাশ সেখানে  
দৃশ্যভীত স্বপ্নের ছায়ায়  
অশ্রুত গানের অরলিপি

অরণীয় পশ্চাতে একদা  
প্রথম দিনের অম্লভব  
আলোড়িত করার বেদনা  
রেখে দিয়ে বুকের ভিতর

ফাল্গুনের মত উন্মোচনে  
কোরকের বিস্তার দিয়েছ  
তারপর স্মৃতিত সত্তার  
সমস্ত আকাজক্ষাগুলি

নিষ্ঠুর শীতের হিমহাতে  
পাতাহীন বিবর্ণ ঋতুর  
অন্তহীন ধূসর সময়  
ফেলে রেখে তীব্র অশ্বেষায়  
চলে গেছে দৃষ্টির বাহিরে  
কোনোদিন যেখানে যাবো না ।

## ঘুমনেই

ঘুম নেই প্রতিদিন তবু ঠিক অভ্যাসবশত অন্ধকার প্রাক্তন ঘরের  
বিছানায় নিঃশব্দ প্রহর  
নিঘুম রাত্রির পর কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নেব দৃশ্যে ঘুম ঘুম সমস্ত দিবস  
ভেগে থাকা সময়ের  
পিনকুশনের বৃত্তগুলি  
চোখের পাতায়  
বুকে  
বুকের বাঁধাবে  
পুনর্বীর বিনিদ্র শয্যায়...ঘুম আসে কাতাকাছি তবু জাগরণ  
শুধু কাল কাল শুধু  
ঘরে ফিরে আসার সময়  
ক্লান্তি ঘাম ভীড়  
সব কিছু পার হয়ে  
কোনো এক জনশূন্য রাজপথে শব্দহীন সূর্যাস্ত ছায়ায়  
হৃদয়ের মতন রং  
বিশাল প্রাসাদ,  
হায়াতে প্রহরী নেই  
চুপচাপ নির্জনতা থেকে  
অপরাহ্ন রৌদ্রের আলোয় নিঃশব্দে খুয়ের শব্দ উদ্ধত কেশর  
একটি বিশাল ঘোড়া সাদা রঙ  
ঘোড়ার উপরে ঋজু যুবক আরোহী  
দৃশ্যের ভিতর হতে দরোজা পেরিয়ে দ্রুত পথে নেমে এল।

## রাই জাগো

রাই জাগো রাই জাগো প্রত্যাহের ধূসর প্রভূষে  
যথারীতি ঘুমভাঙে স্বপ্নহীন রাত্রির সীমান্তে  
কার চোখে ঘুম ছিল সারারাত  
কার নক্স স্বপ্নের ভিতর  
সমস্ত স্মৃতির দৃশ্য অন্তরঙ্গ রূপের বর্ণালি  
কিংবা কার সতর্ক স্মৃতির  
তরঙ্গে উবেল ধ্বনি রাই জাগো শুকসারী কাহিনী গাথার  
নোতুন সূর্যের আলো দৃবতর পৃথের আকাশে  
আকাশের পদতলে সতেজ বনানী  
বনানী পেরিয়ে ছাগো শিশির স্নাতক  
বিশাল প্রান্তর ভূমি দিগ্বিদিকে মাইল মাইল  
পথে পথে রুঢ় রৌদ্র সারাদিন  
সারাদিন ফণিমনসার কাঁটার জালায়  
প্রেমহীন বন্ধনের নাগপাশে বিস্তৃত  
মনে হয় এক। এক।

প্রোষিতপত্নীক

কেউ নেই পাশাপাশি ছুঃখ কিংবা স্নেহে  
তার চেয়ে অলৌকিক জন্মদিনে মৃত্যুদিন  
উৎসবের সঙ্গমে  
মোহানার অস্বিষ্ট সঙ্গমে  
দিগন্ত উধাও দৃশ্যে স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন বোধ হয় তৃপ্তির আনন্দ

## চুম্বক

আমাদের প্রত্যেকের বুকে একটা চুম্বক রয়েছে  
নিকট অথবা দূর  
যে যেখানে আছি সব অক্ষাংশ দ্রাঘিমা  
ক্রমাগত কেন্দ্রানুগ অভিকর্ষে অদৃশ্যে অর্পিত।  
অথচ ভিতরে যাও তখন কেন্দ্রের কাছাকাছি  
সব স্পষ্ট তবু জ্বাখো তাদের ওজন  
শূন্যতার স্থিরতা পেয়েছে। জ্যোতির্ময় অক্ষকারে  
সমস্ত আকাজক্ষাগুলি সরে যায়, প্রার্থনায় উত্তাপ থাকে না।  
প্রত্যেকের বুকে একটা চুম্বক রয়েছে  
যেখানে সারাৎসার ছুটে ছুটে শেষে  
বড় নেই গন্ধ নেই ধ্বনি নেই  
এবকম সংসারের ভারশূন্য শূন্যে গিয়ে মেশে।

## সংক্রান্তি

কে কে সঙ্গ ছিল  
কিংবা কারা পরিচিত পরিমণ্ডলের  
উদ্ভাসিত সূর্যোদয়ে প্রতিবেশী হবার বেদনা  
বৎসরের ক্রমাগত সময়ের ভিত্তর হামেশা,  
একবার দেখে নাও এই সব মুখগুলি, কেননা এখন  
অন্য এক দৃশ্যায়িত পৃথিবীর ভবিষ্য চৈতন্য  
ক্রমশ রক্তের মধ্যে অপরিচিতার সহবাসে  
নতুন দিগন্তগুলি আগন্তুক অক্ষরের ধ্বনিত উচ্চার,  
তখন কোথায় কে কে চেনা বা অচেনা  
এই সব ঠিক ঠিক জানিয়ে যাবার  
হয়তো নিকট কেউ যে এ-যাবৎ পারদ্রমে, সর্বদা থেকেছে  
কালান্তর চৈতন্য বৃষ্টি আর তার কোনো নির্দেশ পাবে না।

## অথচ

অথচ ইনফ্লুয়েঞ্জা নয়                      তবু সারাদিন

কানের ভিতরে

অসংখ্য উচ্চিঙে ডাকে লাগাতর ধ্বনির বিক্রমে

শিরঃপীড়া উদ্রিক্ত মগজে

কি যেন অজ্ঞাত ছায়া।

কিন্তুতকিমাকাব আগ্নেয় শরীরে

যখন যেদিকে খুশী

## স্বচ্ছাচারী আলোড়নে

সবকিছু ওলোটপালোট

## স্বংপিণ্ড অবধি

## দু'চোখের পাতা

কখনো না বোঝালেও

দিনের রৌদ্রের মধ্যে অন্ধকার

ସୁଖଶୈବ ବ୍ରାହ୍ମିର ମୌଖାୟ

ଅମ୍ଭ ନମ୍ବ

অথচ স্বপ্নের মত কোনোকিছু অচ্ছন্নতা চেতনা প্রাবিত

অগ্রজের মুদ্রানোষে ছিল অহংকার

## আলিঙ্গন সত্তার

দ্বিতীয় উদ্ভরণ

বস্তুত কালাতিশয়ী কবিতার স্বকীয় সঞ্চারে

উক্তরকালের বোধে অনিবার্য কাব্যের সংগ্রাম

অথচ ছুপনেয় আমাদের সাম্প্রতিক জালা

সম্ভাবিত ভবিষ্যের কোনোরূপ উদ্ধার দেখিনা।



## এখন সূর্যাস্তহীন

অহেতুক, কেন এই দীর্ঘকাল পোড়োবাড়ি দেয়াল ফ্রেমের সিংহাসনে  
বিবর্ণ হলুদ স্নান ফটোগ্রাফ, একা একা কেউ নেই পাশাপাশি :  
তোমাদের নিঃসঙ্গতা বড়ই করুণ।

এখন সূর্যাস্তহীন রাজ্য নেই, সমস্ত উল্লেখযোগ্য বশংবদ চেলা  
কে কোথায় অন্ধকারে আব সব বিগত মহিমা :  
রোমন্থন ভিন্ন আর কোনো গতি নেই, আখো তোমাদের  
সমগ্র অতীত চিহ্ন রোঁদ্রে পোড়ে। স্মৃতি, নেগেটিভ  
নষ্ট কবে সময়ের দাহ  
অথচ দ্বিতীয় কোনো প্রিন্ট নেই, উত্তরাধিকার  
নিশিচ্ছন্দ্রের স্তূপে, অ্যালবামের শূন্যতায় রটে হাহাকাব।

তবু কেন একা একা ভাঙা ফ্রেম, ঘসা কাচ ফটোর ভিতর  
মুতের মুখের ছবি ঝুল আব ধুলোয় নলিন।

সিংহাসনে স্থবিরতা, ছানি চোখে সময় সময়  
হাই উঠে, চোখের পিচুটি বাড়ে।

ধারালো চশমার ডাঁটি বসে যায় ক্রমাগত নাকের গভীবে

একদা দৃষ্টান্তময় দ্বিগুণদিক আলোড়িত উজ্জ্বল দিনের  
বোদ্ধুরের অহংকার, নিগদ্য মাংসের স্বাদ, পণ্যনারী, মাতাল যৌবন  
ঘুমে জাগরণ রাত্রি, স্বপ্নময় দিনগুলি অভ্যাগবিরোধী আয়োজন,  
মহং দারিদ্র্য আর মতিচ্ছন্ন দিনলিপি, উপদংশ-জালা  
তাবা সব প্রাণপণ চিংকাবেও এতদূর পৌছাতে পারেনি।

সমস্ত জঞ্জাল ভেবে এখন কয়েকজন, পুরনো সময়  
পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থটাকা, সাক্ষপাঙ্গ সমেৎ পোড়াবে :  
ছবিগুলি হাই তোলে, দাঁত নেই, ফোলা মাড়ি, ছিন্নভিন্ন ফ্রেমের ভিতর।

## সমীপেষু

শেফালি ফুলেব জুতা ভোট চেয়ে সেই যে একদা  
উদাত স্নাগানগুলি কানে পুরে দিয়ে  
ফেটুন পোস্টার সভা অতুগত স্বেচ্ছাসেবকের  
উদযান্ত পবিত্রম, হিতৈষীর মতেজ ক্যাম্পেন  
ইত্যাদি ইত্যাদি ডাहा ফেলে রেখে বাঃ মশাই  
অনায়াসে গা-ঢাকা দিলেন !

অথচ আমরা গঙ্গাজলে স্নান সেরে ছবস্ত পোষাকে  
অব্যর্থ ব্যালট হাতে গ্রামে ও শহরে

ঘবে ঘরে

হা শেফালি হা শেফালি !

কিন্তু কার নাম শেফালি

শেফালি নামের কেউ কোন্‌দিকে এখন কোথায় ?

আপনি কি জানেন ৪ বছর আগের আস্থানে

শহরে শেফালি এক ভাবাচাক। গিয়েছে একাকী

তখন শহরময় আগুন লেগেছে

বাতাসে শবের গন্ধ ছাই জমে চোখে মুখে ফুলেব বাগানে

কেবল কয়েকটি চাঁদ জ্যোৎস্নারাতে চিতাভয় নেভাতে এসেছে !

সেই থেকে শেফালি নামক প্রার্থী বাতাসে উধাও

শীতল ব্যালট বাজ, শূন্য দিগ্বিদিকে পোলিং সেন্টারে

জামানত বাজেয়াপ্ত হবার ঘটনা

এখন কাকেও আর নির্বাচনে সরব করে না ।

## সাপ লুডো

ক্রমান্বয়ে স্বর্গের সীমায় পৌঁছে আকাঙ্ক্ষিত নব্বুই ঘরের  
চৌকাঠ পেরিয়ে দেখবে ময়ালের সুবিশাল গ্রাস ।  
অতর্কিত সব কিছু ফেঁসে যেতে পারে কেননা এসব  
সিঁড়িগুলি সর্বনাশা লোভের ইশারা :  
দু'ঘর উপরে তুলে জলজ্যান্ত চোখের সম্মুখে  
থুলে দেয় অতলান্ত খাদের সীমানা  
তখন কোথাও কোনো সিঁড়ি নেই অতিদ্রুত উত্থিত পাতাল  
মৃত্যুকে লেলিয়ে দেয় শব্দচূড় সাপের শরীরে ।  
কোন ঘরে কত বিষ কার কার বিষাক্ত ছোবল  
এই সব জেনে রাখা ভাল  
না হলে তোমার

স্বপ্নগুলি

স্বপ্নের সোপান

আকাশ নক্ষত্র পাখি মেঘরোদ্ভূ বাতাস গোধূলি  
সব কিছু কালকূট গোকুরার আগ্নেয় নিঃশ্বাসে  
চিন্তার অজ্ঞাতসারে আচম্বিতে পুড়ে নীল হবে ।

## গ্রুপ ছবি

এই সব স্মৃতিগুলি অঙ্ককার রাত্রির দেয়ালে  
ভাঙাফ্রেম ঘষা কাচ মলিন হলুদ  
মানুষের মুখগুলি চোখ বন্ধ করেও যাদের  
ভুলে যাওয়া বড় শত্রু দীর্ঘদিন ড্যাম্প বা বাতাস  
যতটুকু জীর্ণ কবে তার চেয়ে অনেক উজ্জল  
স্মরণীয় সমাচারে তার। আখো চতুর্দিকে রয়েছে আমার

## মেলাংকলিয়া

দারুণ পিপাসা তুমি হে আমার নিঃসঙ্গ কবিতা ।  
এখন সমস্তক্ষণ বক্ষোদেশে জলে দাবানল,  
বিশাল আকাজক্ষাপূঞ্জ, পত্রপুষ্প অস্তিম সম্বল  
বিধবংসী আগুনে পোড়ে ; দিনগুলি রাত্রি পরিবৃত্তা ।

কবিতা আমায় তুমি স্থিরতব আলোর বন্দরে  
কবে নিয়ে যাবে,  
যে আলোর বন্দর হাটে স্থিতসত্য পণ্যের স্বভাবে  
কদাচিৎ বণিকের কপটতা জাগরিত করে ।

আমি এই বন্দরের উচ্চকিত সত্তার কৌশলে  
আঁধার বাড়াই শুধু নাবিকের সমুদ্র সময়ে,  
দিগন্তে গম্ভব্য মোছে, মুহূর্তের উল্লাস সঞ্চয়ে  
গণিকা, জুয়ায়, মদে, নক্ষত্র-সমেত অভ্র ডুবে যায় জলে ।

কালকে আমার লাশ ফিরে এল গঙ্গার জোয়ারে ।  
মাথায় ভিতরে পোকা, বৃকে নয়, কারণ বৃকের  
হাডের অনেক দাম, প্রতিবেশী বিবেচক দয়ালু লোকের  
উদ্যোগে চ্যারিটি টান্দা : কল্যাণী কঁসোলি কিংবা যাদবপুরের  
ছারে, মৃত্যু এসে ফিরে যাবে যমের ছয়ারে :  
প্রতিপন্ন উন্মাদের ঠাণ্ডা মুখে চাপ-চাপ রক্তের বমন  
অহুভব করে নিল স্নানার্থীরা আরেকবার নিজে নিজ বৃকের স্পন্দন,  
ভাঁড়ের ভূমিকা ভালো, যুগপৎ হাসি আর হাসানো সহজ ।  
যদিও সে সব হাসি ফুসফুস ফাটানো নিষার্ন,  
কেবল নিজের মুখ মুখোশের মতন তখন  
নিজেকে হারিয়ে খোঁজা প্রতিবিম্ব করি না নির্ভর ।

যজ্ঞগার ছদ্মবেশ হতে তুমি কবিতা। আমার  
 মুক্তি দাও। মুখোশের কোষ নেই, কৃত্রিম কোষের  
 ডাকের ভিতরে কোনো রক্ত-বাহী ধমনী থাকে না।  
 শোণিত-বর্জিত এই সূর্যমুখী চেতনার ক্ষেত্র  
 সার্থক ধাত্বীর হাসি, ইন্ধুলের মাঠের রোদুর্ভ,

কয়েকটি সাজানো দিন, পুষ্কার-বিতরণী সভার মেডেল,  
 ফুলের বিছানা, নারী ; রবিবার সকালে সিনেমা,  
 ছুটির দরখাস্ত, বণ্ড, ইনক্রিমেন্ট, বছরে চারবার প্রিমিয়াম  
 সমস্তের শেষ কিস্তি রোজ রাতে ভেসে আসে জোচারের জলে  
 অসন্তোষ নামে সব রক্ত-মাথা লাশের সন্তোষ।

## ভারতবর্ষ

গণতন্ত্রে কার কতখানি কপট নির্মোহ  
 এখন ভারতবর্ষে কেউ তা জানেন।  
 মানুষের ডাংগে আজ মহিদের চোখে ঘুম নেই  
 প্রকল্প বিপ্লব হলে তৎক্ষণাত্ বিশাল অন্ধের  
 আরেক বিশালতম প্রকল্পেব কেন্দ্রীয় কল্পনা।  
 অলৌকিক কমিশন চিঠিপত্র ঠিকাদার নিয়োগ মজুত  
 মানুষের কল্পবাজ্য গড়ে তোলে মৃত্যিক প্রশবে।  
 খরা ও প্লাবনে  
 সমস্ত নদীকে ঘিরে এখন জল্লন।  
 এবং নির্বোধতম সমাজবিরোধী  
 সহজেই জেনে গেছে ধর্ম আর প্রাদেশিক জুজুর জিগির  
 মানুষেই মানুষের রক্ত খেতে পারে  
 ইন্দিরার মতন বালিকা  
 ত্রাণদর্শী অভিধায় যথার্থ জেনেছে  
 এখন ভারতবর্ষ চন্দ্রলোকে কোনো অ্যাস্ট্রোনট পাঠাবেন।

## অন্তর্গত নদী

সমস্ত দিনের শেষে কলকাতা জেগে ওঠে সূর্যাস্ত সন্ধ্যায়  
যে সন্ধ্যার চন্দ্রাতপ ফগ, ডান্ট, গাঢ় অন্ধকার :  
গণিকা জুড়ায় মদে চোরাগোষ্ঠা, অডঙ্গ পাতাল,  
নক্ষত্র পাখির মত কালীদহ জলাতঙ্কে উধাও আকাশে,  
গলায় মোক্ষম কাঁটা মছুমেন্ট। হাওড়ার ত্রিভুজের কংকাল।  
মাথার ভিতরে ঘোরে সারারাত তিনলক্ষ জেটপ্রপেলার।  
ফ্লোরেন্স ফ্লোরেন্স বলে ডাক দিলে মধ্যরাত্রে কোনও সহৃদয়  
শিয়রে দাঁড়াবে নাকি মমতায় শুচিন্মিতা খেতাজ-সুন্দর  
নরম আঙুলে যার ঘূমের পরীর স্পর্শ স্বাছ সোনারিল  
রাত্রিকে ঘূমের দেশে নিয়ে যেতে পারে কোন নক্ত নিবেদিতা  
ঘূমের দেবতা বড় ক্ষমাহীন, অর্থহীন বাঁচার বঞ্চনা  
সারিসারি রোগশয্যা হাসপাতালে সকলেরই ক্রনিক অস্থ।

বেলেলা রাত্রির দেহ বিম হয়ে পড়ে থাকে মধ্যাহ্নের রোদে।  
মহুর ট্রাফিক ভীড়, রেলিঙে রঙীন শাড়ী, ফুল খাঁচা পাখি,  
চিলের কাতর কণ্ঠ, এরিয়েলে উদাসীন কাক,  
নির্বিবাদে পথচারী কাকড়াবিছা আরশোলা ইউর।

মধ্যাহ্নের অন্ধকার বুকে জাগে কাহিনীর বিগত শৈশব :  
বকুলতলার মাঠে পেয়ারা খাবার লোভে কিশোরী সঙ্গিনী,  
কান্তিমান গ্রাহ্যতীর্থ দণ্ডপাণি, ব্যাকরণ কৌমুদীর দাহ,  
দু'ঘণ্টা বেঞ্চের পর নিরাসক্ত দাঁড়ানো শরম,  
খোলা জানালার দৃশ্যে নদী-মাঠ পথের মিছিল।

এখন শহরে দেখি মুখশ্রেণী, নামহীন অগণিত মুখ  
এবং অসংখ্য নাম, যাদের আসল মুখ নেই,  
বুকের পাজরে এসে ধাক্কা খায় জনশ্রোত সময় নিঃশ্বাস,  
বাসের পাদানি ভর্তি : মুষ্টিবদ্ধ হ্যাণ্ডেল সঞ্চল :

ছাপার টাকার জন্ত প্রাটফর্মে প্রকাশ্য আলোকে  
 হাটুরের প্রাণ গেল, আততায়ী পলাতক, এবার নাটকে  
 পুলিশের তৎপরতা কুকুবেব সাহচর্য পাবে  
 উদ্বেলিত সম্পাদক অচিরাৎ সারগর্ভ প্রবন্ধ ছাপাবে ।  
 টেবিলে বাস্ততা ঘাম, তবু অগোচরে  
 কখন গিয়েছি ছুটে ইকুল পালানো মাঠে বৃষ্টির ভিতর  
 ব'তাবী' লেবুর বল খেলাশেষে চেটেপুটে খেয়েছি সকলে  
 সন্ধ্যায় ফবার মুখে বেলওয়াই ইয়ার্ডের সেতুর ওপর  
 ইঞ্জিনের ফোঁসফোঁস, বাফারের দাপাদাপি অপূর্ব বিষম  
 এপাবে ইমামবাড়া ঘড়ি-ঘরে ঘন্টা বাজে এবং রাস্তায়  
 যেহেতু জ্বলেছে আলো, কান ধবে থাক। সারাবাত ।  
 দেরি ক'বে বাড়ী ফিবে সেই দিন মুক্তি ছিল পড়ার টেবিলে ।

পনেরো বছর আমি উদ্ভাস্ত মাঝীচ শহবে,  
 যাবতীয় নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীবির্জিত কুহকে  
 বায়ুৰ অভাব বড । হাট্‌ডোজেন মেশানো মালফার  
 আকৃতি পেয়েছে যেন বাত্রিদিন সকলেরই মাথার ভিতর ।

তবু পথ হাট ভ্রান্ত পথিকের অবিমূঢ়াকারিতায় একা ।  
 দিনান্ত শ্রমেব পর চীনাবাদামেই তৃপ্ত খালিপকেটের ফ্রামলেট  
 দার্শনিক চেতনায় ডুবে যাট, লাল দিঘি নামক জলের  
 দর্পণে আতঙ্ক জমে, চতুর্দিকে হাজার বিমাদ,  
 সংক্ষিপ্ত বেতনে পীত, চার্জলীট, ইনক্রিমেণ্ট, হস্তারক বীমা  
 নির্ঘাত জীবন নেবে । শিঘরে সময় নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়ালো  
 তেজস্ক্রিয় ভাস্মরাশি, মারাত্মক কম্পিউটার, বৈহ্যতিক ব্রেন ।

আমার সম্ভান যেন থাকে দুখে ভাতে  
 উদয়াস্ত অস্তোদয় স্বৈদরক্তে জীবন জোনাকি  
 ভেজাল পুরিসি দাঙ্গা অতিক্রান্ত এবার সহসা ।  
 বিধকর্মার হাতে অবশিষ্ট অস্তিত্বের উত্তাপ হারালো ।

বহুকাল নিজগ্রাম বাংলাদেশে বিকেল দেখিনি ।  
 বাড়ীর পিছনে নদী, নদী আছে অন্তরঙ্গ নদী  
 নদীর ওপারে গাছ, গাছে গাছে সূর্যাস্তের পাখি  
 ডানা মেলে নেমে আসে, ছায়াসাজে চরে নৌকা বাঁধা ।  
 জেলেরা শুকায় জাল । ঘোড়ার ক্ষুরের মতো বাঁকা জলশ্রোতে  
 ত্রিভুজের হাঁসুলি আছে । চটকলের জেটিতে ব্যস্ততা ।  
 শিল্পক্ষেত্রে দেবদারু । ভাঙা মন্দিরের পাশে ভাঙা বাঁধা ঘাট  
 ঘাটে শিশু জল ছোঁড়ে, বুকেরা সন্ধ্যায় বসে । গল্পের সময়  
 গোষ্ঠীর আলো নিয়ে ঘরে ফিরলে দূরের পানিবা  
 হঠাৎ দক্ষিণী ঝড় জেগে ওঠে নারিকেল বনের ভিতর ।

নাগরিক সজ্জ, বাণী, রমণীয় উত্তেজনা স্মৃতি,  
 পোস্টারের নটীর মুখ, নীলপর্দা মায়াবী রেশমী,  
 উজ্জ্বল বিপণিশ্রেণী : ফার্নিচার, মশণ আপেল,  
 স্বকীয় মর্যাদাবোধ, মুগ্ধহীন সরস্বতী, নির্বাচন, কৃষ্টি, স্বাধীনতা  
 আত্মঘাতী আকাজক্ষায় আক্ষেপের মতো ছোট্ট বঞ্চিত সন্তোষে,  
 কয়েকটি হুঃস্থপ হুঃপ বীজের মতন বুকে অগোচরে হয়েছে রোপিত ।

ঘাতক অথবা হত দিনগুলি ক্রান্তি উৎপাদক,  
 মুখের আড়ালে মুখ শয়তানের মতো অলুভব,  
 শকুনের থাচ্ছ এই অদৃষ্ট সময়  
 স্বগত সংলাপে বিদ্ধ, অভ্যাগবিরোধী আয়োজন  
 চেষ্টিত স্বাতন্ত্র্য শিল্প পরিমণ্ডলের শীতলতা ।  
 অস্থিম শূন্যতা এক মানসিক পক্ষাঘাত প্রাণান্ত প্রদাহ,  
 ফাল্গুনের মতো ফাটে ফাল্গুনের শেষ ভালোবাসা ।



## অদল বদল

বাড়ি ফিরে লাভ নেই কেন না এখন  
সব কিছু অদল বদল  
পরিচিত কোনোদিকে দৃষ্টির সীমানা  
চেতনায় উদ্ধার পাবে না

বকুলের স্মৃতিগন্ধ নদী কৈ  
নদীর ওপারে  
ছায়া ছায়া শিলুয়েট গাছের শরীর  
মধ্যখানে

ছল ছল জল, জলে বালুচর  
বালুচরে  
বিচুলির গাদা নৌকা বাঁধা  
নোঙরের বাঁকা শিঙে শুক পানকৌড়ি

কার কাছে যেতে পারি  
তারা সব কেউ নেই পরিচিত ঘরে  
বন্ধুর মাথায় টাক ক্রমায়ত সমস্ত দিনের  
অবকাশ চুষে খায় কারখানার ইম্পাতের জিব  
লোকোশেডে বয়লারের ঘামে ঘামে সঞ্চিত লবণ

পথগুলি পথ নেই আর সব প্রবীণ বৃক্ষেব  
অস্তিম নিঃশ্বাসে  
পাতাহীন ডালপালা গুঁড়ির ভিতরে পোকা  
শিকড়ের দিগ্বিদিকে বিস্তারিত প্রাণান্ত উদ্যোগ  
কেমন অজ্ঞাতসারে সাম্রাজ্য বিস্তার করে কাল মহামারী !

## স্বপ্ন আমার

সমস্ত দিন ঘুমের ঘোরে পরিক্রমা সমস্ত রাত স্বপ্নচারণ,  
রাত্রি আমার তারায় তারা,  
নীহারিকার ঘূর্ণি ঝড়ে উথোল পাথোল দিখলয়,  
স্বয়ংকৃত জাগরণের শিরায় শিরায় অনুভবের পঞ্চশিখায়  
স্বপ্ন আমার আলোড়নের নিদ্রাবিহীন অরুদ্ধতী ।

নৌকো ভাসাই নদীর জলে  
সাদা পালের হাওয়ায় আমি  
হাত রেখেছি দাঁড়ে হালে ;  
স্রোতের চেয়েও নৌকো ছোট  
নৌকো ছেড়ে স্বপ্ন আমার সাতসমুদ্র তেরনদীর  
পরপারের দেশে দেশে অশ্বেষণে যাত্রা করে ।  
স্বপ্ন আমার কাজপালানো রাখালিয়া বাঁশির খেলায়  
দিগ্বিদিকে মাঠে মাঠে  
মাঠপেরিয়ে এদিক ওদিক  
স্মরণ থেকে বিস্মরণে স্মৃতিগন্ধা দেশে দেশান্তরী ।

স্বপ্ন আমার ক্ষেত খামারে  
ধানের নীষে  
সবুজ পাতার গানে  
স্বপ্ন আমার গুয়ার্কশপের চাকায় ঘোরে  
সারাদিনের সকল শিফটে  
সকাল বিকেল দিবস রাত্রি ।  
স্বপ্ন আমার মাইল মাইল স্বেদ ঝরানো মেহনতের লোকবসতি  
স্বপ্ন আমার চিমনি ধোঁয়া জাহাজঘাটার জেটি ক্রেনের  
ঐকতানে ঘণ্টাপ্রহর পরিমাপের ছটার ঘন্টি,  
স্বপ্ন আমার পোস্টাপিশের টক্কটরে বিজলি তার

স্বপ্ন আমার সূর্যমুখী  
নোনাঘামে  
দিনের পেণ্টোগ্রাফ  
স্বপ্ন আমার এপার ওপার ক্যাটিলিভার ব্রিজের পারাপার

স্বপ্ন আমার বেদ মানে না  
বর্ণাশ্রমের ছত্রভঙ্গ নতুন রীতির  
প্রবর্তনে স্বপ্ন আমার  
প্রয়োজনের তত্ত্বটুকু ক্ষীর করেছে  
স্বপ্ন আমার স্বপ্ন তোমার সহজতর দিনযাপনের নেশা ।

## হুলিয়া ডাকিনি

তুমি বলবে এর নাম অবগাহনের অভিযান  
দ্বিঘদিকে সমুদ্রের এখন জোয়ার  
জোয়ারের আবর্তনে যখন যেকোনো যাও পাহাড় প্রমাণ  
উত্তুঙ্গ ঢেউ-এর নিচে মারাত্মক শ্রোতের লালসা  
আমি ক্রমাগত একা আরো একা দূরগত নিশ্চিত বিনাশে  
এখন পায়ের নিচে ভূমি নেই লবণাক্ত শ্রোতের ভিতর  
অবলম্বনের অভিপ্রেত বাহুগুলি অবশ্য অসাড়  
সামুদ্রিক সংগ্রামের প্রাণান্ত প্রয়াসে  
আমি জেনে গেছি  
এবার তলিয়ে যাবো শ্বাসরুদ্ধ অন্ধকারে দৃশ্যের বাহিরে  
এখন বিদায় ভূমি কুলরেখা বিদায় বিদায় দূর স্থলের উদ্ধার  
বাঁচার আশ্বাস তবু কোনোদিকে হুলিয়া হুলিয়া বলে চিৎকার করে না ।

## বয়স বিষয়ক

বয়স বেড়ে গেছে তোমার ছাথো অগোচরে ।  
ঘরে পরে দূর-নিকটে পথিক প্রতিবেশী  
কে বা কোথায় ছড়িয়ে গেল আলো অন্ধকারে ।  
অহর্নিশি যাতায়াতে হুনে আঙরা শশী ;  
দূরে যাবার কথকতা ছিল তোমার স্বরে :  
এখন তোমার বয়স বেড়ে গেছে অগোচরে ।

রোদ্রে রোদ্রে পরিক্রমা । হঠাৎ ঘরে ফেরা  
ক্লান্ত ইচ্ছা পাখির ডানায় তরল অন্ধকারে  
ফিরে এল ফিরে এল ব্যস্ততম ডাকের হরকরা  
অথচ তার বিলি হওয়ার চিঠিগুলির ভারে  
শিরদাঁড়টা বেঁকে আছে ধমুকভাঙা ছাদে :  
বয়সখানি গড়িয়ে যায় গভীরতর খাদে ।

সূর্য তখন ছিল একা আকাশখানি ভরা  
ভরা দিনের নীলনীলিমা ব্যাপ্ত চতুর্দিকে—  
চলো চলো প্রতিদিনই । গাঢ় বসুন্ধরা  
তুষণটুকু রেখেছিল সফলতার দিকে ।  
পথে পথে ঘুরে শেষে পথের গহবরে  
বয়সখানি দেখতে পেলো সাদারঙের ঘরে ।

## যখন নৈশক্য

যখন নৈশক্য আমি একা বিচ্ছিন্ন কেননা  
ক্রমশ কেন্দ্রের দিকে চৈতন্যের অন্তর্মুখী সমস্ত ইচ্ছার  
অনিবার্য গন্তব্যের আয়োজনে সহসা তোমার  
বিস্মারিত শব্দরাশি সাতরঙে দৃশ্যায়িত পরিধি সীমায়  
পুনর্বীর কেন্দ্রাতিগ অভিকর্ষ ত্যাগ করে মগ্ন আলোড়ন  
আলো হতে ক্রমান্বয়ে দূরে যেতে যেতে  
স্বরচিত অঙ্ককারে তুমি কিংবা তোমার উদ্ভাস  
বিহ্যতের দীপ্ততায় উজ্জীবিত স্নায়ুগুলি সপ্তাশ্ব সূর্যের  
উদয়দিগন্ত ছুঁয়ে অলৌকিক রৌদ্রে রৌদ্রে স্বরচিত পৃথিবী ভাসায় ।

## হলুদ রঙের বাড়ী

হলুদ রঙের বাড়ী  
হলুদ নদীর পারে,  
গাঁদা ফুলের শাড়ী  
আছে জলের ধায়ে ।

উদাস হৃৎপুংগুলি  
অভ্রভাঙা নীলা,  
কৃষ্ণচূড়ার তুলি  
টিলার পরে টিলা

এখন অন্য নামে  
অন্তরীণের জালা,  
স্থিত পরিণামে  
ফুরিয়ে যাবার পালা ।

তবু রৌদ্রে ঝড়ে  
স্মৃতির পাতায় নড়ে

বুকের আড়াআড়ি :  
হলুদ রঙের বাড়ী ।

## ভবঘুরে

চটকলের চিমনি বেয়ে নেমে আসে শীতকালের নিশিহ্র আকাশ  
চতুর্দিকে স্তূপ স্তূপ অন্ধকার অদৃশ্য থাবায়  
ক্রমশ পিষ্টন করে ঘর বাড়ি গম্বুজ মিনার  
কুয়াশায় রুদ্ধশ্বাস ঢেকে দেয় চর নদী গলুই-লঠন  
এখন কোথাও কোনো আলো নেই নক্ষত্রবিহীন  
প্লেটের মতন কালো আকাশের হুঃসহ ভারের  
চাপের কফিনে রাত্রি শুয়ে আছে হিমাক্ত শরীরে  
আর কেউ পথে নেই দিনশেষে ঘরে কারা সন্ধ্যায় পৌছালো  
হয়তো জেনেছে কেউ রাজপথে নিঃসঙ্গ একক  
পড়ে আছে মুতাহিম বেওয়ারিশ যার শব  
তাকে কোনোদিন ভোর বেলার বাস্ত অ্যাঙ্কুলেস  
টেনে নিয়ে যেয়ো নাকো তদন্তে সনাক্ত শেষ মর্গের বিচারে ।

## রোজনাম্‌চা

মুখে তোমার মুখ রাখো না । চোখের পরে চোখ  
পায় কি ভাষা নীরবতার অতল অন্ধকার :  
অন্ধকার অন্ধকার দুঃহতার ভীষণ নির্মোক,  
নিজের হাতে দুর্গ গ'ড়ে গভীর পরিথার  
পারাপারের সাঁকো রাখো না, কেমন মনোবাঞ্ছা ?  
পাহাড় খুঁড়ে দেখতে হবে কোথায় রোজনাম্‌চা !

আ

অনেক দূরত্ব থেকে অম্পষ্ট শ্রুতির মধ্যে কেউ যেন রবীন রবীন  
হুপ্তির ভিতরে রাত্রি অন্ধকার নির্জন ঘরের  
নিঃসঙ্গ খাটের শয্যা মশারির অব্যর্থ ঘূণির  
খাঁচায় হঠাৎ ঘুম ভাঙা রাত্রি হুলিয়ে দূরের  
ক্রমশ নিকটতর স্মৃতিগুলি শব্দগুলি ধরা পড়ে যাচ্ছের মতন ।

## লোকোশেড

অন্ধকার রাত্রি তার বারোটা মার্কারি ল্যাম্প জ্বলে রাখে বৃকের ভিতর  
সেখানে আঁকাঙ্কগুলি বীতনিদ্র লোকোশেডে কানাডা ইঞ্জিন  
সারারাত হুংপিণ্ডের ধবধব মেই সব ইঞ্জিনের  
বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ইয়ার্ডের গরম বাতাসে  
তুই চোখে ঘুম নেই দীর্ঘরাত ইয়ার্ডমাস্টার  
ক্রিং ক্রিং টেলিফোনে আবোপিত শ্রুতি  
টেবিলে কাগজ নড়ে মাইক্রোফোন গম্ভীর গলায়  
এলোমেলো চিন্তাগুলি যার যার যেখানে যাবার  
শাষ্টিং নির্দেশ দেয় বয়লারের বিদীর্ণ গহ্বরে  
প্রচুর কয়লা জমে বেলচের অবিরাম গ্রাসে  
ট্যাকের সমস্ত জল দীর্ঘশ্বাস শমিত করার  
শীতলতা টেলে দেয় ইঞ্জিনের আকর্ষণ তুষায়  
আয়োজনে ক্লাস্ত রাত্রি ক্রমশ কাছিয়ে আসে ভোর হৃষীদয়  
সিগন্যালের গুঠানামা লাল বা সব্জ আলো সংকেত জানালে  
কাল ভোরে কে কে কোনদিকে যাবে এসব নির্দেশ  
ঠিক ঠিক তৈরি হলে রৌদ্রের সকালে  
ব্যস্ততার ছুটি হাষে বৃকের ভিতর  
দিনের রৌদ্রের মধ্যে অলৌকিক এক অন্ধকারে  
ফুলস্টিম বয়লারের সমস্ত ইঞ্জিনগুলি উদ্ধত পিষ্টনে  
কে কোথায় নিরুদ্দেশে চলে যায় গম্ভবোর স্থির অভিমুখে  
আর কোন দিন তারা এখানে ফেরেনা ।

## স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন

আমি তার অশ্রুধারা উদয়ান্ত অস্তোদয় তীব্র প্রত্যাশায়  
সমস্ত উদয় তীর্থ উৎস হ'তে ক্রমাগত ধারাবাহিকতা  
নগর বন্দর গ্রাম মাইল মাইল জনপদ  
নক্ষত্র নীলিমা রাত্রি বাতাসের উত্তত আহ্বানে  
ইতস্তত স্রোতোধারা, আদিগন্ত প্রান্তরের কার্পাস ভাঙায়  
আশ্বিনের মেঘে মেঘে ভেসে  
আমি আকাশ প্রদীপ থেকে  
আলো আর উত্তাপের তথ্যটুকু সংগ্রহ করেছি  
কিন্তু তার আকাশিত অবয়ব কোনদিকে কোথায় দৃশ্যের  
অজ্ঞাত আড়ালে আছে চৈতন্যের অভিজ্ঞ উদ্যোগে  
আমি তার ঠিকানা পাইনি  
ঘামে ভেজা বুনে আঙুর! দিন পার হয়ে  
ঘুম নেই সারারাত নক্ষত্রখচিত  
স্মৃতির কাঁটার শয্যা যদি বা কখনো  
ক্ষণিক স্মৃতির করতল শিয়রে ছোঁয়ায়  
তৎক্ষণাৎ সবকিছু টালমাটাল  
ভাঙা জাহাজের পাটাতনের মতন  
সমস্ত বিছানা খাট সমাল সমাল সব আলোড়িত বিদ্রিষ্ট তন্ত্রায়  
তখন শ্রুতির মধ্যে আকাশিত গানগুলি  
অন্তর্গত দৃশ্যের প্রদীপে শিখায়িত সব ছবি  
রামধনু রঙের বাহার  
তখন শৈশব নদী জোয়ারে উদ্বেল  
সাদা পালে দ্রুত গতি  
উদ্বেগ উধাও অভিপ্রায়ে  
স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন চিরায়ত সেই ঋজু ধবল ঘোটক  
ভের নদী সাত সমুদ্রের দেশে লাফিয়ে লাফিয়ে যায় স্বর্গান্তের দিকে ।



## সূর্যোদয়

এখন কয়েকটি শিশু জন্ম নেবে নগরীর নোংরা আস্তাবলে ।  
অতীতের অন্ধকারে নজরথ গ্রামের ছুতার  
জোসেফ যেমন সেই হিমস্নাত ঠাণ্ডা ডিসেম্বরে  
ভার্জিন মেরীর গর্ভে পেয়েছিল পৃথিবীর পরিত্রাতা উজ্জল জাতক :  
নিকটে অথবা দূরে কারা আছ প্রতিহিংসা প্ররোচক কৃতজ্ঞ জুডাস,  
কে তুমি শিশুর রক্তে পরিতৃপ্তি অন্বেষণে ছদ্মবেশী পুরোহিত বণিক লালিত ?  
তবু দূরান্তর হ'তে স্বপ্নাবিষ্ট সমস্ত প্রত্নতি  
স্বপ্নের বেথেলহাম শহরের একাগ্র উদ্দেশে—  
সারারাত, সারাদিন, পথে পথে, চড়াই উৎরাই,  
বিশাল শস্যের ক্ষেত, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, জলপাইবিতান,  
বকুর পাহাড়ী পন্থা, সহযাত্রী পায়ে পায়ে স্বেদ ও শ্রান্তির  
বীতনিদ্র প্রয়াসের নিরলস পবিত্রতা, স্বপ্নগুলি ক্রমাগত উৎস অভিপ্রায়ে—  
সূর্য প্রতিবেশী এক ক্রান্তদর্শী নবজাতকের  
অমল করুণাধারা, জল মাটি মাছুষের কাছাকাছি কেউ ।

কারও জ্ঞাত স্থান নেই নগরীর সুসজ্জিত সরাইখানায় ।  
রাজপথে জনশ্রোত, ট্রেন ট্রাম ট্রাফিক টেম্পোর  
পাশাপাশি স্টেটবাস লরী চৈলা থৈ থৈ মগ্ন চারিধার :  
নাকি সেই অন্তঃসত্ত্বা স্বপ্নটির প্রতিবেশ প্রাচীন নগরী :  
গাধার পিঠের বোঝা যৌথ হ্রেনা, উটের মুখের ফেনা, মেঘপালকের  
ছোট্টাছুটি, ব্যস্ত মুসাফিরখানা, ভবঘুরে, চিরস্থল বেনে লুণ্ঠাগর,  
সেপাই শাস্ত্রীর হট্টগোলে ইতিহাস আলোকিত বেথেলহামের  
অন্ধকার আস্তাবলে পশুদের জীবনার গমলায়  
নবাক্রণ বার্তাবহ অতিথির বিচালির কবোষ আশ্রয়  
এখন প্রস্তুত আছে, আর সেই স্মৃতিদিত নক্ষত্র সংকেত  
বুঝিবা প্রত্নতিস্বপ্নে ধীরে ধীরে হতেছে বিস্তৃত ।  
যখন অভূতপূর্ব অন্ধকার উত্তরের জানালায় রাত্রির বাতাসে,  
উজ্জল কয়েকটি শিশু ডিসেম্বর মাসের পচিশে  
জন্ম নিতে পারে আজ কলকাতার নোংরা আস্তাবলে ।

## তের নদীর পারে

প্রভু কাকে বলে অপরাধ পাপ ও পুণ্যের  
আকাশপাতাল খুঁটি আপেক্ষিক দু'পায়ের দশটি আঙ্গুলে  
অব্যর্থ ব্যালেন্স রপ্ত মাটি আর আকাশের ধ্রুব ব্যবধান  
অতৃপ্তির দীর্ঘদাহ ক্রমাগত বিষুবরেখায়  
অক্ষাংশের ঠিকানায় ঘুরে ঘুরে ঠিক ঠিক উদয়াস্ত ঋতু পরিক্রমা  
উত্তর কখনও ভুলে দক্ষিণে মেশেনি  
প্রভু তবু কোন স্থলনের অবৈধ তাণ্ডবে  
অদূরে জ্যোৎস্নার আমন্ত্রণে  
দৃশ্যায়িত চরাচরে মরা গাছ থরা নদী কণিমনসা রক্ষ বালিঘাড়ি  
শীতের বরফকুচি অন্ধকার স্তূপে  
মাছের রক্তের মত নিস্প্রভ চাঁদের  
চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন শীতল আলোর আঁধ  
কিংবা গ্রীষ্ম দাবদাহ সঙ্কায় ফুরালে  
হুনে আঙুরা বাতাসের বিশাল বোয়মে  
প্রতিশ্রুত জ্যোৎস্নাগুলি জমে থাকে স্মৃতির ভিতরে  
হুতরাং এ রকম জ্যোৎস্না নয়, জ্যোৎস্নার বাহিরে  
বুকের ভিতর খুঁড়ে স্বপ্নগুলি অন্য এক চান্দ্র দিগ্বলয়  
তখন স্নায়ুর মধ্যে আলোড়িত নদী বন টিলা ও প্রান্তর  
তখন দশদিক দিগন্তের চারিধারে অপার্থিব জ্যোৎস্নার শাস্পান ।

## গান

গান ছিল, তা'র গতদিনের পেশল অহংকারে

সংক্রান্তির উত্তরোল ঝড়ে কষে কোন এলোকেশী  
সাতটি রঙের সূর্যোদয়ের উজ্জল সমাহারে  
তা'কে একা একা নিয়ে গেল ডেকে গোপনীয় অভিসারে  
তখন জ্যোৎস্না কোজাগরী রাত ছিল কার প্রতিবেশী

কোন স্বরধুনী কণ্ঠে শোভিত প্রবালের সাতনরী  
পাহাড় পেরিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে উপত্যকার ধারে  
নীলিমা প্রাবিত দৃশ্যপুঞ্জ স্থাপিত সারাংসারে  
তা'কে চুরি ক'রে বন্ধ করেছে হিসাবের ঘড়ি

গানগুলি তার ধমনী শিরায় স্নায়ুর অগম ঘারে ।

## খরা

এখন কেন্দ্রস্থ লাভা ক্রমশঃ কাছিয়ে আসে । উত্তাপে পরিধি  
প্রান্তরে হারায় শস্য, আদিগন্ত উজ্জ্বল সমাজ  
নিঃশব্দে আগুনে পোড়ে । প্রতিদিন সমস্ত নদীর  
ভিতরে শুকায় নদী, গাছ নেই গাছের ভিতর,  
নীলিমার ডানাভাঙা আর্তনাদ আগ্নেয় বাতাসে,  
সময়ের চিতাভয় উর্দ্ধমুখী লাটাপাখা তুষার করোটি,  
পীতাম্ব রৌদ্রের মধ্যে দন্ধ দৃশ্য, কাঁটাগাছ, উটের কংকাল ।

এখন কোথায় তুমি সপ্তসিন্ধু তেব নদী বারুণী উৎসব ?  
সপ্তাশ্ব সূর্যেব পথে সাতরঙা ধনুকচ্ছটায়  
জলপ্রপাতের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, নীল অববাহিকার পর্যাপ্ত প্রাবন,  
উপগ্রহ আবর্তনে উপসাগরের মুখে থাড়িতে থাড়িতে  
ফেনিল জোয়ার স্রোত, নোঙর খোলার দিন, অন্তর্দেশ যাত্রায় সমস্ত  
এখন কোথায় তুমি নিম্নচাপ বায়ুর স্বরাজ ?  
নগর বন্দর গ্রামে বৃষ্টির উদ্ভাস ।  
তুষণয় দহনে তুমি  
বাহাত্তব ইঞ্চি ফাটা পাইপের অবৈধ তাওব নয়, সহজ নিষ্পত্তি  
আকাশ গুণ্টানো বৃষ্টি, বৃষ্টির ছায়ায়  
বৃদ্ধের স্বস্তির হাসি, কিশোরের চপলতা, গৃহস্থ বধূর  
তৃপ্তির ভিতরে তুমি, গলাপীচে প্রবল বর্ষণ :  
শ্রাবণের শুঁড়ো মেঘে ঘলাকাচে আবৃত পৃথিবী ।

## ব্যাঙেল চার্চ

আমার জাহাজগুলি ডুবে গেছে কীর্তিনাশা ঝড়ে ।  
বন্দরের লেনদেন, পণ্যরাশি, অমুগত সেইসব সাহসী নাবিক  
স্মৃতিকে পোড়ায় শুধু । প্রতিদিন ধ্বংসের প্রতীক  
অস্তিম বাঁশির শব্দ শুনতে পাই গ্রহরে গ্রহরে ।

প্রাচীন ভোরিক শিল্পে অভভেদী পাঁচ শত পঞ্চাশ বছর  
কেমন অগ্নান ছবি কৃষ্ণচূড়া-সাজানো প্রাসাদ,  
আকাশ প্রাঙ্গণ নদী, মাস্তুলের কীর্তিতে স্বাক্ষর :  
দাক্ষিণ্য আবহমান, প্রবাহিত সময়ের নেই অবসাদ ।

আমার শরীরে ক্লান্তি । শ্বেদ রক্তে অর্জিত স্বরাজ  
মাতাল হাতির পায়ে নিষ্পেষিত । ক্রমায়ত নৈরাশ্রে স্থাপিত  
আকাশ নীলিমাহীন, চতুর্দিকে দুর্ধোগের আতঙ্ক প্রাবিত  
ভেসে গেছে নবরত্ন দশদিকে এগুগের সাম্প্রায়ের ন'খানি জাহাজ

গোধূলি ঘণ্টার শব্দে সঙ্ক্যা। এল চিরন্তন পাথার ঝাপটে,  
সেতুর ওপার হতে দূরের সমুদ্রে জাগে দক্ষিণ-বাতাসে,  
তা'র অন্তরঙ্গ স্পর্শ রেখে যায় প্রান্তরের ঘাসে,  
সমবেত বলকেরা গল্প শোনে কান্তিমান পাদ্রীর নিকটে ।

ক্রমায়ত বালুচরে রাহুগ্রস্থ নদীটির সীমা  
পার হয়ে অলৌকিক সে গল্পের ইতিহাস যদি পুনর্বার  
আবর্তিত হতে পারে উদ্ভাসিত প্রত্যাষ আমার  
অন্তর্গত জলশ্রোতে খুঁজে পাবে সাফল্যের নিমগ্ন প্রতিমা ।

## চন্দ্রকেতু গড়

তখন আহাজগুলি হয়তো বা ভেসে আসতো প্রাচীন বন্দরে ।  
মৌজুমী দেশের শস্ত, বাংলাদেশ, বনরাজি, গোড়ীয় দর্শন  
পাথরে ক্ষোদিত শিল্প, তাম্রমূদ্রা, টেরাকোটা সমৃদ্ধ নগরে  
বিচিত্র বিষয় নিয়ে পথ হাঁটতো আগন্তুক ভিনদেশী নাবিকের মন ।  
সঙ্কায় ঘন্টার শব্দ ; দেবালয়ে প্রদীপ, আরতি,  
বিস্তৃত কুণ্ডের জল, শেষ গোধুলির কাঁচা সোনা  
উন্নত মন্দিরশীর্ষে । উপাসনালয়ে অধিপতি  
স্বয়ং পার্শ্বদল উপস্থিত, বেদীমূলে মিহির ও খনা ;  
জলের নিকটে সিঁড়ি, পার্শ্ববর্তী রাজপথে ভীড়—  
দু'হাজার বছরের আগেকার বেড়াচাপা কী শাস্ত নিবিড় ।  
ততোধিক পুরাকালে করুণায় পথের দু'দিকে  
ছড়াতো দ্বিতীয় গঙ্গা মুঠো মুঠো সোনার পেটিকা,  
বিশাল ধানের ক্ষেতে ধনপোতা, দীর্ঘ হ্রদ, প্রাচীর পরিখা :  
ধার্মিক রাজার খ্যাতি পুণ্যদেশে ছিল দিশিদিকে ।  
আমরা কয়েকজন, ছাত্র, কুলি, তত্ত্বাবধায়ী ওভারসিয়ার  
আমাদের কথাবার্তা, কোতূহলে দৃশ্যমান এই পটভূমি  
কোথায় হারিয়ে যাবে দূরতর কালের ভিতর  
অথচ অমান্যভাবে বেঁচে আছে চন্দ্রকেতু তুমি—  
বিস্তীর্ণ রাস্পার্ট দুর্গ, অস্ত্রশস্ত্রে রক্ষিত সমৃদ্ধি,  
শিশুর মাটির খেলনা, মন্দিরের কারুকার্যে চিরায়ত স্বপ্নের স্থপতি ।  
কেবল প্রাচীন স্মৃতি হাজার বছর ঘুরে হ'তে পারে গাঢ় সমুদ্রত  
যখন ঘটনাপুঞ্জ, ব্যক্তিগত ভালবাসা শিল্প ও সাধনা  
দৃশ্যমান কাল হতে অতীতের অঙ্ককারে হারায় গ্রন্থণা  
ধ্বংসস্তূপ থেকে রাজ মহিমায় জেগে ওঠে সম্রাটের মত ।  
খনামিহিরের টিবি, চন্দ্রকেতু, অধিকার প্রত্নপারাবারে  
নৈশব্দের চিত্রনাট্যে আলোড়িত গোড়ীয় সভ্যতা ;  
ক্রমশঃ বিস্কৃতস্নায়ু, ঠাণ্ডাযুদ্ধ, অজন্মায় দাঙ্গা অনাচারে  
আমরা কেমন করে কালগর্ভে রেখে যাবো আমাদের অন্তরঙ্গ কথা ॥

সুনন্দা

সুনন্দা তুমি কি জানো ঘুম কাকে বলে  
দুধের মতন ফেনা বিছানায়

ফুল নেই অথচ ফুলের

মাতাল মদির গন্ধ চতুর্দশ ঘরের সীমায়  
শূন্যতা শমিত করে আধো আলো ছায়ার পৃথিবী  
অলৌকিক সংলাপের নিঃশব্দ উৎসব

কেউ তার বিশালতা অনিবার্য বিজয় গৌরবে

প্রতীক্ষিত আকাঙ্ক্ষায় আপাদমস্তক

চেতনাব রক্তে রক্তে

দিগ্বিদিকে আলোড়ন শরীরি সঞ্চাব

জ্ঞানালার আয়োজনে মনিপ্রাপ্ত দূরের আবাস

তার সব দূরত্বের নক্ষত্রের দ্যুতি স্পর্শ করে

অস্পষ্ট সিলিঙে

বিশাল পাখির মত

ধূর্ণমান ক্রমটনের ডানা

অন্ধকার আলোড়িত সেই নক্ত পাখির ডানায়

জ্যোৎস্নার জটলা

স্বপ্নের ভিতরে

ঘুমের বিছানা ঘর বুকশেল্ফ ক্যালেণ্ডার টেবিল রেডিয়ো

চতুর্দিকে নাকোঁটিক তন্ত্রা নাকি আচ্ছন্নতা

মনিপ্রাপ্তে নক্ষত্রের স্থিমিত আলোক

সব কিছু ঘুমের মত

অথচ সেগুলি ঘুম নয় এই আবিষ্টতা

সুনন্দা তুমি কি কোনো ঘুমছাড়া বিকল্পের স্বাদ পেয়ে গেছ ?

## অমল চন্দ-কে অর্পিত স্বপ্নবিশয়ক তরঙ্গগুলি

অমল, তোমার সঙ্গে বাবান্দায় যাবার প্রস্তাব ক্রমশঃ দূরায়মান। মৃত সব নশ্বত্রেব অধ্ধকার রাত্রিৰ কুহক নিখর বাতাসে বাপ্ত : গাছের পাতায়, ডালে, জানালাৰ গ্ৰিলে, বিশোগাশ্চ এক আয়োজন। নৈঃশব্দা তরঙ্গে তা'ব নিয়ে এল সেই দীৰ্ঘ অন্তিঃ হাড়র : তা'ব লক্ষ তীক্ষ্ণ দাঁতে নৌকা, দাড়, হাপু'নৈব দডাদডি, বুদ্ধ নাবিকের শব।

২

এখন কেমন ক'বে দক্ষিণ সমুদ্রাগত বাতাসেব হৃদ্য নিমন্ত্ৰণে, ধ্বংসস্তূপ থেকে আমি সাবলীল উঠে যেতে পাবি, ববং ধবেই থাকি একা, শুক্ল মহাপ্রয়াণেব বাঁতশোক অভিশ্রায়ে শবঘাতীমগুলী সমেত, কেননা এখন রাত্রি শুধু রাত্রি নয় : স্ত্রীপিং পিলেব সখ্যে নার্কোটিক স্নায়ুপুঞ্জ, নির্বিকার .....স্বেচ্ছা-সমর্পিত। পৃথিবীর যাবতীয় ইত্যাকাত্ত, রক্তপাত সম্পন্ন করার এখন সুযোগ শুধু : প্রতিবনি হ'য়ে ফেরে সব আর্তনাদ, রাত্রি বারোটীর হাসপাতালে মীট নেই ; অ্যাড্‌লেস, ডাক্তার, ওষুধ, নাম...নাম...কেউ নেই ...মামু হাবিয়ে গেছে ; কোকামিন-শাচ্চ শিশি, ফ্লুবোসেট ঘগা করিডর। অ্যাচ আঁদাৰ হ'তে কাবা যেন কথা বলে...কথা বলে...সমস্ত প্রহর। ক্রমশঃ শবের গঞ্জে, অধ্ধকার স্তূপ থেকে ধূসব ডানায়, চধুর তীক্ষ্ণতা নিয়ে ক্ষুদ্র নামে ঝাঁকে ঝাঁকে হিচককের পাখিব মতন। বিপ্রতীপ প্র'তজ্জায় কেউ নেই ; কোনও শব্দ কোনও আলো যখন বিবল, অমল, কেমন করে যেতে পাবি সেই বাবান্দায়।

কোথায় আকাশখানি ফুটে ওঠে পূর্ব দৃশ্যপটে : পাখিরা আবহমান ছ'ভানার নবম পালকে, জাতকের আদি কাল, দুগ্ধ দোহনের গুঞ্জরণ রাত্রির ধমনীতন্ত্রে প্রবাহিত হ'তেছে আবার। কোথায় ফলের গন্ধ, কলতলার মাঝাবি, ট্যাক্সি-ট্রাফিকের চাকায় জঙ্গম দিন, সূর্য জলে উর্ধ্বমুখী খাড়া পেটোগ্রাফে ; স্ত্রীপিং পিলের রাত্রি, শিরশীড়া, আতঙ্ক বিষাদ চন্দনচর্চিত বৌদ্ধে বাস্ততার সমুদ্রে হারালো।

রূপালি বলের মত পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে মেঘে হাক্কা সেপ্টেম্বর, সমস্ত আকাশ থেকে অভ্রের মতন রৌদ্র, রৌদ্রের ভিতর হাজার সূর্যের দীপ্তি, রাত্তিরে হারানো সব নক্ষত্রের যৌথ উপস্থিতি : সে-সব নক্ষত্র হৃদয়, জ্যোতিষ্কের ধারাবাহিকতা হ'তে এক দীর্ঘতম শোভাযাত্রা : রাজপথে কান্তিমান পুরোহিত, খেতাজহুন্দের নারী, ধর্মযাজিকার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর সব নারী, শিল্প সেবা ফ্লোরেন্সের মত তারা নিদ্রাহীন নিবেদিতা সান্দ্র মমতায়।

৫

পৃথিবীর সব রক্ত, দিগ্বিদিকে আগ্নেয় ড্রাঘিমা...ড্রাঘিমা পেরিয়ে মৃত্যু কোটি কোটি, তর্কিত অক্ষাংশে ঝড়, পরমাণু বিস্ফোরণ...সমস্ত নিশ্চিহ্ন ক'রে কে কে সঙ্গে আছে স্থিতপ্রজ্ঞ, দূর পবিণাম শাস্তির পবিত্র উৎসে চরায়ত মানুষ্যেব জগৎ অবিরাম, পৃথিবীর দীর্ঘতম শব্দহীন খেত প্রসেশন : উদ্বেলিত সপ্তসিকু, চিরন্তনী সজ্জামিত্রা কে তুমি প্রতিভাময়ী বিজয় জাগাজে দেশে-উপমহাদেশে মাহুঘের দাহ নেই, উৎসাবিত আকাজক্ষায় স্বপ্নের স্বরাজ।

## দুঃখ

এক একদিন এরকম অস্থখ আমাব  
যার মূলে স্থির জানি লোকায়ত দুঃখ নেই  
এরকম না স্থখ না দুঃখ সময়ের বিকেন্দ্র চিত্তার  
এক একদিন উদাসীন দিনগুলি অহেতুক ক্লান্তির ভিতর  
প্রসববিহীন জালা রমণীব অন্তর্যব কিংবা  
স্থখ আগন্তুক জাতকের স্বপ্ন সস্তাবনা।

## ম্যাজিক জানি না

স্পষ্ট বলে রাখা ভালো, আমি কোনো ম্যাজিক জানি না  
শুভ্র খেত পারাবত টুপির ভিতর  
কাটা সূতো জুড়ে যায় চক্ষের নিমেষে  
বন্ধ সিঁদুকের ডালা খুলে রাজহাঁস পরী ও ড্রাগন  
এক সঙ্গে তুলে এনে যখন ঘা খুঁশী আমি কিছুই জানি না।



## নিরোধ

এখন মহিলাবৃন্দ পুরুষের মতই জানেন

কে কে অবাস্তিত

কার খুঁকি সংসারের অতিরিক্ত বিড়ম্বনা

বিভিন্ন বিজ্ঞস্থিতিতে প্রতিদিন ঘুমে জাগরণে

সতর্কতা

● আর

সেই সব বিজ্ঞাপিত প্রণালীর সন্তোষজনক

আত্মিক ব্যবহারে আরক নিবোধ

বুঝি ক্রমাগত

বিচক্ষণ দম্পতির সুখী সুখী গৃহকোণে গ্র্যামোফোন শোভা

ডিমছাম স্বচ্ছলতা দীর্ঘ উপভোগ

এবং অগ্নীয় স্বপ্ন রৌদ্র রঙ ঐশ্বৰ্যেব প্রচুর উদ্ভাস

শুধু নষ্ট ভ্রূণগুলি নিরন্তর নষ্ট অবস্থানে

ভৌতিক চিন্তাব মত প্রত্যাহেব পিছনে বিক্ষোভ

তাদের বিস্তৃত চোখে উদ্গত জিজ্ঞাসা :

এখন প্রেতের মত তোমাদের ভবিষ্য অবদ্বি

প্রানিদের সার্থকতা

আমাদের নষ্ট দেশ শুক্রকীট অসম্পূর্ণ জীবকোষগুলি

তাদের গলিত ইচ্ছা পচাশব বিজ্ঞানসম্মত গর্ভপাত

পাব হয়ে কতদিনে তোমাদের অভীপ্সাব আলোর উৎসব :

## নৈঃসঙ্গ্য

কাউকে না বলে তুমি অভিপ্রেত বৃকের সম্মুখে

কারণ এখন

সমস্ত আকাশখানি নক্ষত্রের অলীক যৌতুকে

সাবারাত সমুদ্র স্পন্দন,

নৈঃসঙ্গ্যেব প্রতিবেদী কেউ আছে পাশাপাশি, আমি তার বিস্তীর্ণ অলকে

অসংখ্য তারার দীপ্তি দেখতে দেখতে স্মৃতিগন্ধে দিব্য উত্তরণ ।

জীবন যৌনতা মুহূর্ত অস্তর্গত দিগন্তের ত্রিধা প্রিশিটক ।  
 পরিধি পেরিয়ে যায় কেন্দ্রাতিক সীমান্ত গোরব,  
 দেখেছি একক  
 চেষ্টার আড়ালে আছে সব আলোড়ন । মগ্ন অহুতব  
 আকাঙ্ক্ষিত সান্দ্রতায় পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভাস,  
 নিঃশব্দে শ্রুতির ঘারে দিনগুলি ধ্বনিত নির্ধাস ।  
 দিবসে প্রগল্ভ সূর্য প্রত্যহ কপট বিজ্ঞাপনে  
 অথচ বুকের মধ্যে শুক অঙ্ককারে  
 কয়েকটি সবিতাস্বপ্ন রয়ে গেছে একান্ত গোপনে,  
 বিনীত যাজ্ঞায় তুমি ক্রমাস্বয়ে দূরে যাও নগ্ন অহংকারে  
 সে হেতু স্পর্ধায় আমি স্বরচিত উপেক্ষা অপ্রেমে  
 প্রতিদিনই সূর্যমুখী প্রতিদিন পুড়ে যাই নৈঃসঙ্গ্যেব প্রেমে ।

## যাত্রা

আমন্ত্রণ আছে কিংবা নেই এই সব না জেনেও  
 কেন উৎসবের ভিতর মহলে  
 বারংবার যাতায়াত  
 কেন রোজ সমর্পণ, অহুতপ্ত বিশ্বৃতির অমোঘ দহনে  
 নিঃসঙ্গ আহুতি  
 দিখিদিকে শৈশব সমুদ্র স্মৃতি ঠিকানার নক্ত বিস্ফোরণে  
 মাথাব ভিতরে ঘোরে জ্বলন্ত অঙ্গার  
 ধমনী শিরার মধ্যে সংক্রামিত লাভার উত্তাপ  
 আলোড়িত ফুলফুলের উদগত প্রথাসে  
 ভগ্নীভূত সময়ের অবিনাশ নশ্বরতা বাতাসে ছড়ায়  
 তবু কেন আদিগন্ত ধ্বংসস্তূপে নির্মিতির গোপন বিহ্বকে  
 উৎসবের গেঘে মেঘে মুদঙ্গ বাজানো  
 উন্মেষের অভিলাষী আবহ জমেছে  
 অশ্রুত শব্দের ছন্দে দৃশ্যের ভিতরে দৃশ্য সমস্ত পিপাসা  
 কেন এক ঠিকানার ধ্রুব অভিমুখে  
 আমন্ত্রণ আছে কিংবা নেই না জেনেও বারংবার ।

## মহুয়া।

মহুয়ার জন্ত কেউ মাতাল হলেই

বুকের গহনতম আদিম জঙ্গলে

সমস্ত ভাল্লুকগুলি একে একে

চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে অনর্গল

উঠে আসে মগজ অবধি

ঝাঁঝী রোদ্দুরের দিন মাইল মাইল খবো মাঠ

নিঃশব্দে পেরিয়ে

সৃষ্টিস্তর সান্দ্রতায় দিগন্ত অবধি জ্যোৎস্ন

আর সেই অলৌকিক চরাচরে জ্যোৎস্নার বন্যায়

সমস্ত আকাজ্ঞাগুলি আধোচেতনার দরোজায়

নেশায় বেহীম

অকাশের কালে! স্নেহে আঁকিবুঁক স্মৃতি চকখড়ি

নক্ষত্রের অক্ষর সাজায়

চতুর্দিকে উখোলপাখোল হাব্দি

দৃশ্যস্তর মহুয়ার গাঢ় আমন্ত্রণ

ঝিম ঝিম চেতনার গহন পরিধি ।

মহুয়ার জন্ত কেউ মাতাল হলেই

বুকের গহনতম অরণ্যের ভিতর মহলে

লোমশ ভাল্লুকগুলি খোঁরাফেরা শুরু করে নরম খাবাদ

তখন তাদের দাঁতে ধার নেই

তখন তাদের নখে বিষ নেই

চতুর্দিকে জ্যোৎস্নার প্রপাত

মহুয়ায় গন্ধলীন মাতাল সময়

ক্রমাগত ঝরে পড়ে অলৌকিক চোখে মুখে চোয়াল ভিবুকে ।

## জন্মদিনে রচিত কবিতা

কিছুই অমর্ত্য নয় । এই সব দিনগুলি, কতিপয় মুগ্ধ বাসনা :  
কেবল আকাশমুখী অব্ধেবণে রৌদ্রের ভিতরে স্বপ্ন, স্বপ্নহীন রাত্রি জাগরণ,  
বোদ্ধুরেব ক্ষমাহীন অহংকারে ঘামের লবণ,  
সময়ের দেউড়ি পেরিয়ে

কে কোথায় আছ কিংবা নেই  
দিগ্বিদিকে উন্মোচিত দিগন্ত অবধি—  
যখন যে দিকে চাই তীক্ষ্ণ দূরেক্ষণে  
অমরতা টমরতা কিছুই দেখিনা ।

নির্জন ঝর্নার পাশে কেউ নেই কাছাকাছি, ঘুমন্ত সিংহের  
শিথিলতা ছুঁয়ে যায় সন্ধ্যাং ইঁদুরের কিঞ্চিৎ বিক্রম ;  
অদূর বনান্তরালে

নির্বিঘ্নে যুথের মধ্যে চিরায়ত হরিণ পিপাসা  
প্রতিবিম্বে মুখ দেখে  
শিং নাড়ে

অনায়াসে জল খায় সতৃপ্ত জিহবায়

এবং পাখিবা অবিবাম তাদের ডানায়  
মাঠল মাঠল ব্যাপ্ত পৃথিবীর নদী ও নীলিমা

অরণ্যের সাক্ষ্য ভাষা  
পাহাড় পাহাড়তলি, নদী অববাহিকার শ্রাম সমতলে  
বৃষ্টিপাত, থরা ও প্লাবন :  
চিরন্তন খড়কুটো দুই ঠোটে নীড়ের কল্পনা ।

সার্থকতা বলে কিছু নেই বা ছিল না :

গহন পাতালে কেউ অন্ধকার সময়ের আদিম অঙ্গার,  
কেউ সূর্যসাক্ষী বর্তমান পৃথিবীর

রন্ধে রন্ধে ক্লোরোফিল রেণু রেণু ইচ্ছার ঘোঁতুকে

চতুর্দিকে বিস্তারিত ভালপালা, শাখা প্রশাখার ব্যগ্র পাতায় পাতায়

সব্জের সারাংশার সবিতা সংশ্লেষ ।

কিছুই অমর্ত্য নয় । কে পতঙ্গ কে ম্যামথ কিছুই জানিনা :

যোনি থেকে চিতা

যখন যেদিকে খুশী উন্মেষের স্বাভাবিক গতির ভীততা ;

অভিপ্রেত উদ্বর্তনে কাকে বলে সার্থকতা কাকে বলে অমরতা কিছুই জানিনা ।

## আন্দাজ

যখন আন্দাজ নেই বিস্তারিত কোন প্রত্যাশার

দীর্ঘ ডালপালা

কেন রৌদ্রহীন নীল বিস্তীর্ণ আকাশগুলি ঝপের ছায়ায়

মহীরুহ আকাজ্জার মূর্ত অবয়ব

বৃকের ভিতর

শতধা বিস্তৃত

শাখা ও প্রশাখা

ইচ্ছাগুলি আন্দোলিত প্রজাপতি, অবিরাম সবিতা সংশ্লেষ

গবুজের মহোৎসবে

কেন আমন্ত্রণ

জলশূন্য হাইড্রান্ট তবু তুমি প্রতিদিন অ্যালার্ম সিগনালে

ফায়ার প্রিগেড

ভক্তরূপে শহর শহরতলি

ক্রমায়ত অগ্নিকাণ্ডে নিশ্চিত অর্পিত

ঠিক তুমি কোনোদিন সঙ্গত বিধানে

আশা কাকে বলে জানার কৌশল

আয়ত্তের মুঠোয় পাগুনি

তাই তৃষা জল নেই

তাই মৃত্যু জন্মহীন

রাত্রিগুলি উদয়ের ঠিকানা জানে না

সূর্যাস্তের অঙ্ককার শুরু হলে তোমার রাজিব

সীমানা ক্রমশঃ দূর দূরান্তর দৃশ্যের আড়ালে

সরে যায় সময়ের অপচয়ে বিধ্বস্ত আন্দাজ

সমস্ত প্রত্যাশাগুলি ছুড়ে দেয় অতল গহ্বরে ।

## গোধূলি

গোধূলির পানপাত্রে গাঢ় নেশা জমেছে অনেক  
সূর্যাস্তের দেশ কোথা জানা নেই, কনে দেখা আলো  
শুধু ঘর ফেরা চোখে । লালদিঘি মুখের দর্পণে  
স্বয়ংবরা সঙ্কাতারা নতমুখ লজ্জায় দাঁড়ালো ।  
মধ্যাহ্নের শ্বেদশ্রান্তি প্রশমিত এখন সম্মুখে  
লোকায়ত স্রোত ত্যাগে উত্তরঙ্গ সমুদ্র বিস্তার,  
রেস্তোরী, ঘাসের পার্ক, সিনেমার সাদ্র প্রতিবেশে  
মুদ্রের প্রতিধ্বনি বারংবার সন্নিহিত বুকে ।  
দৃষ্টির আড়ালে জলে মেঘে মেঘে দিনান্তের চিতা,  
অবস্বে অবক্ষয়, ধমনীতে দীপ্ত এক নেশা,  
আহত চোখের চৈত্রে কৃষ্ণচূড়া সাজানো বিকেল  
সতেরো ঘণ্টার রাজা, দুই চোখে অপার অশ্রুবা ।  
সংবিধান ভাঙে গড়ে জলস্রোত খোজে ভিন্ন দিক ;  
স্বর্ণ, নারী, রীতি-নীতি আদর্শের বন্দিত প্রতিমা  
সময়ের ক্রীতদাস, স্থিতি হীন আরুঢ় মহিমা ;  
গোধূলির আবহমান ঘরফেরা ইচ্ছার প্রতীক ।

## নষ্ট

আরো এক দিনের বয়স নষ্ট গর্ভপাতে  
শুধু কাল রাত্রি ব তিতর  
গাঢ় ঘুম ঘুমের ছায়ায়  
ইতস্তত স্বপ্নগুলি ছিল পরিভ্রাণ  
এখন কোথাও কোনো স্বপ্ন নেই  
রোদ্দুরের জানিলায় এখন কোথায়  
আন্দোলিত হাতগুলি পর্দা থেকে বিদায় বিদায়  
অভিপ্রেত আগন্তুণে ছবি হয়ে স্মৃতিতে জাগে না ।

## ভগদূত : উ নি শ শ' প' য় ষ টি

তুমি তো ভাগোই আছ। হান্নুহানা, গোলাপ বাগানে  
প্রথম যৌবন তুমি পা-ছড়িয়ে জ্যোৎস্নার ভিতর  
দক্ষিণ সমুদ্রাগত উত্তেজক বাতাসের সঙ্গে যেন মেতেছ সঙ্গমে,  
ধমনী শিরায় তব্লে মৃদঙ্গের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি।

তোমার আকাজক্ষা মাঝে আক্ষেপের মত আমি অথচ একদা  
ছিলাম সূর্যের কাছে, অবিরাম কয়েকটি বর্ণার ইজারা,  
সমুদ্রের কণ্ঠস্বর প্রতিবেশী, আমগাছে শালিখ দম্পতি,  
দাউ দাউ চেতনার আদিগন্ত চৈত্রেয় আকাশ,  
সঙ্গিনীর জন্ত ব্যাকুলতা—এই সব জমা ছিল বুকের ভিতর ;  
একদিন দিবারোদ্রে সকাল দশটায়  
কারা যেন যথাযথ বিবেচনা বিচার-পূর্বক  
আমার সমস্ত কিছু নিতান্ত জলের দরে নীলামে বিকালো।

এখন চব্বিশ ঘণ্টা পথে পথে শীত-বর্ষা, রূঢ় রৌদ্র, জুতোর পেরেক  
তালুর ভিতরে ঘোরে, আমার পকেটে, বুকে, পিঠের ঝুলিতে  
অ-স্বাভাবিক একপ্রেস চিঠি, আতঙ্ক-জাগানো টেলিগ্রাম :  
গুপ্ত-হত্যা, ঠাণ্ডা যুদ্ধ, ফলিডল-মেশানো শরবতে  
বন্ধুর অস্তিম ঠোট, চন্দ্রাতপ তেজস্ক্রিয় ভাস্কর আকাশ ;  
পীড়িত মধ্যাহ্ন কিংবা থুথসিস আক্রান্ত সন্ধ্যায়  
এই সব অনিবার্য দুঃখ নিয়ে যেতে হয় তোমার নিকটে।

এই সব চিঠিগুলি পোষ্ট করে পুণ্যবান কারা প্রতিদিন ?  
মজল গ্রহের দিকে রকেটের অব্যাহত গতির গোরব ;  
ষড়ি সম্প্রতি, বুক, ভালবাসা অগোচরে ছিঁড়ে খায় শেয়াল-শকুন  
উনিশশ' পয়ষটি সনে জুনমাসের সূদীর্ঘ বিকেলে  
কে তোমায় দিতে পারে জন্মান্তর, জ্যামিতিক নদী-উপনদী ;  
অস্ফুট সকালে কিংবা রৌদ্রে রৌদ্রে নিভস্ত বিকেলে  
এই সব অলৌকিক সমাচার নিয়ে যাই তোমার নিকটে।

## গ্যালাতিয়া

স্বপ্নকে দিয়েছি মূর্তি গ্যালাতিয়া, পৃথিবী আমার ।  
কয়েকটি বর্ণার উৎস শব্দস্বনে অদৃশ্য গোমুখী  
আলোড়িত অশ্রুত স্তব্ধতা  
শব্দহীন মগ্ন আলোড়নে  
আদিম নগ্নতা রতি বাতাসে বিদিত জ্ঞানি স্ফুরিত অধরে  
আকাশ নক্ষত্র নিয়ে ক্রমশ কাছিয়ে আসে অদৃশ্য চুম্বনে  
আকাজ্জিত অবয়ব জ্যোৎস্নাময় যামিনীকে করেছে গভীর ।  
গভীরতা । অন্ধকার সিক্ত গভীরতা !  
মুদগ্ধ মহাশয় নেশা জেগে উঠলে কাঁপা পদনখে  
স্নায়ুব পতন ঘটে । হে মৃন্ময়ী, অন্তর্গত শিল্পের ছোঁতনা  
বেদনার সহোদরা ঝড়ের মতন তুমি উত্তরোল বুকের বন্দরে  
সহসা বন্দর

সামাল সামাল

টালমাটাল জাহাজ নাবিক ।

উপক্রান্ত দিনগুলি । তবু অনায়াসে  
গোধূলি সাজিয়ে রাখি তোমার চিবুকে,  
চৈত্র দুই চোখে,  
দক্ষিণ জানাল। খুলে সমুদ্র হৃদয় ।  
নির্বাচিত শব্দে শব্দে ছবি গানে ভাস্কর্যের দিব্য সুষমায়  
তোমাকে গড়েছি আমি নিরুদ্ভাপ উত্তাপের অব্যবহায় মৌন তিলোত্তমা  
ঈদানীং বড় বাস্তব । ক্ষুধা তৃষ্ণা স্থূলতাপ্রধান  
অবশ্যকর্তব্যকর্ম, জীবিকার অন্ধতায় মূঢ় ক্রীতদাস  
নির্জনে নৈঃসঙ্গ্য ছেনে তৃপ্তিহীন পিপাসা মেটার  
তোমাকে গড়েছি শ্বেদ-শ্রমে যুক্ত গ্যালাতিয়া প্রতিমা আমার ।



## অ্যালাম'রুক ড্রিম

অনিন্দিতা, সাবধানে চলা ফেরা করে।

দ্রুত যাতায়াত ভালো কিন্তু সপ্রতিভ

দ্রুতির ধারালো

ভঙ্গিমা তোমার নেই এবং তোমার শাড়ী স্বাভাবিক কারণবশত

এখন শিথিল

শিথিলতা হঠাৎ হোঁচট

এখন তোমার

হাতের কাচের গ্রাস গ্রাসের ভিতর

সমস্ত পিপাসাটুকু সশব্দে মাটিতে প'ড়ে হ'বে ছত্রাকার।

এখন সহজ থাকো, না হ'লে আমার দীর্ঘ শিরঃপীড়া, না হ'লে আমার  
মাথার বালিশে কাঁটা, অল্পভবে বিদীর্ণ তীক্ষ্ণতা

বিশ্রাম বিল্লিত করে ; পিছনে তোমার

কাচের ক্লাওয়ার ভাস দেওয়ালে আলুমারি

আলুমারি সাজানো ঝাঞ্ঝা ভঙ্গুর বাসনে।

অন্যমনে যেয়োনা হঠাৎ।

এভাবে সমস্ত কিছু, ফুলদানি পোসিলিন টব

টেবিলে রেডিও ঘড়ি বাতিদান কেংলি ও বোয়ম

একদিন সন্ধ্যুখে আ মা র

সম্মিলিত দুর্ঘটনা পতনের শব্দে চূর্ণ হ'বে।

## মৃত্যু

সব কিছু যথারীতি। বিশ্বয়ের কিছুই ঘটেনা,

কেবল কয়েকদিন কেউ তার চেয়ারে বসেনা

জামা বুলে থাকে দেয়ালের হুকে :

ঠিকানায় চিঠিগুলি কিছুদিন ঘুরে ফিরে আর

কোনোদিন ভুলেও আসেনা

এবং অজান্তসারে কেউ দরোজার নেমপ্লেট খুলে নিয়ে যায়।

## আরোগ্য

হঠকারিতায় তুমি কত আর দূরে যেতে পারো ?  
মাথার উপরে জ্বাখো নক্ষত্রের আগ্নেয় আকাশ  
আকাশ ওলটানো শূন্যে দাউ দাউ চেতনা প্রগাঢ়  
প্রচুর রক্তের মত চতুর্দিকে ছড়ানো পলাশ ।  
এখন নদীর বুকে বিপুল পিপাসা,

বনানী নীলামাহীন—

যখন যেদিকে যাও,

যেদিকে তাকাও

আর্তনাদ ছাড়া আর অস্ত্র কোনো ভাষা

মানুষের জানা নেই ।

শৈশবের সমর্পণ, বয়স্ক ভাবনা

কেমন শুষ্কমাহীন গুয়ে আছে

রক্তমাখা দীর্ঘ অবয়বে !

বারুদ মাখানো রোদ্দ পূবে ও পশ্চিমে

দক্ষিণে ও বামে ।

পৃথিবীর দৃশ্যগুলি প্রমশঃ পেয়েছে কেন্দ্র বন্দুকের নলের ভিতর ।

তর্কিত অক্ষাংশে ঝড় । খুস্বাসিস আক্রান্ত দাঘিমা ।

ক্রমাগত ধ্বংসমুখী সময়ের স্তান অন্বেষণে...

শেষ আবেদনে...

কল্পণাবিহীন এই অন্ধকার যুদ্ধ ও মড়কে

হঠকারিতায় তুমি সূর্যমুখী কোন সমাধানে

শান্ত-স্নেহত পরিণাম ফিরে পেতে পারো ?

সময় । সময় শুধু । এই রক্ত, আর্তনাদ

প্রবহমানতা

ক্রমাগত ধ্বংস-ধ্বংস ইতিহাস আয়োজিত

সংহত সাগরে

একদিন দিতে পারো অর্জিত স্ব্থের নশ্বরতা ।

বিকীর্ণ তাপের পরিণামে

প্রাপ্ত শীতলতা,

উত্তাপের ধর্ম তুমি জানো ।

তাই শ্বেদ-সিক্ত দিনে বিনিস্ত্র রাত্রির অন্ধকারে

আলোর পিপাসা আমি

বনম্পতি অপেক্ষায় শব্দহীন বিপুল বিস্তারে

ইচ্ছাকে বাঁচিয়ে রাখি অগোচরে বৃকের গহনে ।

দিশিদ্ধয়ে সাধ নেই । আকাজক্ষায় ঘনিষ্ঠ মিত্রতা

বৃকের প্রদীপে জ্বালি, সুষমায় ক্লাস্তিহীন মেবা ও মিনতি

ঐতীকের মত রাখি চিরস্তনী রমণীর মুখে ;

রক্তপাত, পিপাসার্ত আর্তনাদে স্তম্ভিত শুশ্রূষা :

হাসপাতালে আরকের গন্ধলীন সজ্জিত টেবিলে

আরোগ্যের সারাংশে নাতিদূর নিরাময় দক্ষ ব্যবচ্ছেদে ।

## ভালোবাসা

পুনর্বীর আমন্ত্রণে

আমি কি ফিরে যাবো ?

না । না-না ।

তবে

একদা তা'র সমাপিত দেহ

দেহলতার গঙ্কটুকু

স্মৃতির কিংখাবে

যত্নে রেখে

ভালবাসার

ঘোঁচাবো সন্দেহ !

## চৈত্র

দূরে স'রে এসে যেতে হয় তবু তোমার নিকটে ।  
মস্ত্রিত মেঘের বধা, নিদাঘের উজ্জ্বল বিকাল  
বড় একা মনে হয় । আকাশের ব্যাপ্ত দৃশ্যপটে  
মেঘে মেঘে ভাস্ত্র যায়, হেমস্তের প্রতিধ্বনি পীতাম্বর  
কুয়াশার ডানা মেলে মাঠের শূন্যতা হ'তে উড়ে যায় সন্ধ্যার ভিতর

অস্তহীন যাত্রিকের স্বেদসিক্ত পরিক্রমা সমস্ত যৌবন  
রক্তপাতে উৎপীড়িত, ঝড়ের দাপটে ডুবে যায় উত্তমাশা,  
'বাঁচাও বাঁচাও' বলে আত্ননাদ চতুর্দিকে, তুমিও তখন  
প্রতিকূল সময়ের অত্যাচারে মগ্ন ভালোবাসা  
প্রাণিত ধবংসের শ্রোতে অনেক পেরিয়ে শব স্বতির কংকাল  
আপাতত দৃশ্যান্তরে পা-বাড়িয়ে খুঁজে নাও সপ্তম পাতাল ।

পুনর্বার চৈত্রে তুমি কৃষ্ণচূড়া পলাশ শিমূলে  
উত্তরোল রঙে রঙে হাওয়ায় হাওয়ায় সমুদ্রের দ্বার দিলে খুলে ।

দক্ষিণের জানালায় যৌবনের চিহ্নবহ উত্তাল বাতাস  
হৃদয়ে জেগেছে আজ দিগ্বিদিকে চৈত্রদিন রুদ্রাঙ্ক গৈরিকে,  
বৃকের ভিতরে বাজে গাজনের জয়ঢাক শব্দিত উদ্ভাস ।

শহর শহরতলি শূন্য প্রান্তরের বৃকে দগ্ধ দৃশ্যাবলী  
কেমন প্রবল রৌদ্রে জমা হয় । দিনগুলি মশালের মতন পলাশে  
রাত্রিকে আগিয়ে রাখে নক্ষত্রের সমাহারে আশ্রয়ে বিশ্বাসে  
অন্তর্গত গানে গানে বেছে উঠি তুমি আমি শুক বনহলী ।

## আঞ্চলিক

ধমনীর দিগ্বিদিকে সমুদ্রে যাওয়ার কথা ছিল  
তবু পরিমণ্ডলের স্থির প্রত্যাহের সীমানা পেরিয়ে

কোনদিন সমুদ্র দেখিনি ।

অনর্গল শুধু এক নদী আছে স্বপ্নময় হৃৎপিণ্ড অবধি :

যাকে ছুঁয়ে মফঃস্বল শহরের ক্লান্ত দিনগুলি,

চটকলের ছোট ফ্রেন চিমনি ধোঁয়া,

জুঁবিলা ব্রিজের আড়াআড়ি

লঞ্চ ঘোরে এপার ওপার...

অন্ধকার রাত্রির ভিতর

নৌকোর গলুই দোলে জোনাকি লণ্ঠনে,

জোয়ারের শব্দ গন্ধ বালুচর কৈপে ওঠে দূরের গির্জার

গম্ভীর ঘণ্টার শব্দে, নারিকেল বনের আড়ালে

পুরোনো মন্দিরগুলি লোনাধরা স্নান টেরাকোটা

অশথের শিকড়ে স্থাপিত ।

রাত্রির নির্জন ঘুম চলকে ওঠে বাফারের প্রচণ্ড আগুয়াজে ।

স্মৃতি কিংবা স্মায়

টোলবাড়ির ভাঙা ধ্বংসস্তূপে প্রত্নের বিষয়

ক্রমশঃ শতর তুমি গলি ঘিঞ্জি নোংরা বস্তি কল-কারখানার

ক্রমায়ত জগদল শ্বেদগিত্ত অন্নহীন শ্রমের লবণে ।

## হাওর

কেন তুমি অবিরাম হাঁওর দাঁতের

বিশাল চোয়ালখানি খুলে রাগে সম্মুখে আমার

সব কিছু ছিঁড়ে ছিঁড়ে তুমি হে বেদনা

সমস্ত ডুবিয়ে দাও লবণাক্ত সময়ের জলে

আমি প্রতিদিন মৃত ছিন্নভিন্ন নানা আয়তনে

পূর্ণতা স্থলের ভ্রাণ চৈতন্তের ঋজু উত্তরণ

কীর্তিনাশা স্রোতে ভাসি শব্বনের সাথে ।

## দিনগুলি

বরং প্রস্তরযুগ ছিল ভালো, জানি তোমাদের  
প্রকৃতি আবহমান লুপ্তনের নানা ছদ্মবেশে  
মন্দির মসজিদ গির্জা পুরোহিত ধর্মের সঞ্চয়,  
ঈশ্বর প্রেরিত বাণী স্নান হলে রাজকীয় বংশ পরম্পরা  
পূজি আর মুনাকার ক্রমায়ত ঐশ্বৰ্যে প্রাবিত,  
চিরকাল আমাদের লাশগুলি রথের চাকায়,  
ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে অসহায় আর্তনাদে উল্লাসিত অ্যাম্পিথিয়েটার,  
মাহুষের মুখ থেকে আকাশিত শাস্তি ও স্তূথের  
উপাদান কেড়ে নিয়ে স্বীয় ব্যাভিচারে  
নানা কুট রীতিনীতি সংবিধান সজ্য ও সমিতি,  
তবু বারংবার বৃকে ক্রুশ কাটা বিয় বা বুলেটে  
ক্রীতদাস রক্তে মিশে হাজার হাজার কণ্ঠস্বরে  
সমুদ্রের প্রতিধ্বনি ক্রমশঃ নতুন এক স্বপ্নের পৃথিবী :  
দু'বাহর স্বৈদ-অমে লবনাক্ত দিনগুলি, উষ্মলিত শিরা ও ধমনী ।

## রাত্রি বারোটা পাঁচ মিনিটে

আঠারো ঘণ্টার শ্রম দীর্ঘায়ত দিনগুলি ক্ষুধা ও সন্তাপ  
নাগরিক ধুলো ধোঁয়া শিরঃপীড়া লবনাক্ত ঘাম  
সমস্ত ট্রাফিক জাম ভীড় ভেঙে জংশন পেরিয়ে  
একদিনের জার্নি শেষ একদিনের মুজ্রা বিনিময়ে  
আক্ষেপ কুড়িয়ে একা নৈঃসদ্যের সমুদ্র সীমায়  
আদিগন্ত মোহনার নিঃশব্দ বিস্তার  
সমর্পিত নদীগুলি শ্রোত নেই স্থিরতার অজস্র বদীশে  
স্বতিগুলি ধীরে ধীরে ঘনীভূত এরকম সমাপ্তির অর্গায় নির্জনে  
যুগের বিছানা নারী তার কাছে যাবার আগেই  
কয়েকটি রেখায় তুমি পাতুলিপি উৎকীর্ণ কর ।

## অগ্নি সূর্যাস্ত

দিনাস্তের সূর্যমুখী বঁকে যায় বিসর্জনের ঘাটে জলস্ত পশ্চিমে  
সারাদিন লগ্নভণ্ড সময়ের ছত্রাকার চিতাভগ্নগুলি  
ক্রমশঃ থিতিয়ে এসে গাঢ় করে বিলম্বিত গ্রীষ্মের বাতাস  
সমস্ত দিনের ক্রমাগত রক্তপাত  
ভবঘুরে জীবনের অন্নহীন ক্ষুধার শূন্যতা  
দিগ্বিদিকে হস্তারক ইচ্ছাগুলি কুশীলব একে একে নিঃশব্দে দাঁড়ায়  
এবং তরল এই গোধূলের রক্ত মাথা বিশাল শরীর  
ধীরে ধীরে বাষ্পায়িত মাইল মাইল বাষ্প দিগন্ত সীমায়  
দিগন্ত পেরিয়ে ছাথো রক্তে রক্তে অলৌকিক মেঘকে ভাসায়  
একটি দিন শেষ হলে  
একটি সূর্য অস্তের তিমিরে  
আমাদের দুঃখহীন স্মৃতিগুলি  
আমাদের স্মৃতিহীন দুঃখগুলি আরও রক্তে সিক্ত হয়ে গেল  
তবুও প্রার্থনাগুলি অবিনাশ বাহুর উত্থানে  
যেখানে প্রাক্তন স্মৃতি যন্ত্রণার ধূপে  
সময়ের অন্ধকার পার হয়ে আরও বহু দিনের অশেষা  
বুকের ভিতর রাখে । যখন দিনের  
আলোয় উজ্জ্বল মুখ মানুষের সঙ্গে মানুষের  
প্রাত্যহিক দিনগুলি  
স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন  
যখন নদীর জলে রক্ত নেই দূরের মেঘের সমাহারে  
শ্বেতাজ্ঞ সুন্দরতম বাসনার তৃষ্ণার প্রহর  
জলে পা ডুবিয়ে  
পার্শ্ব দিগন্ত রেখা অপার্শ্ব স্বপ্নের শৈশব  
খেলা করে নিশ্চিত প্রার্থনায় গোধূলের সাস্ত্র চরাচরে  
কারণ পিছনে তার কেউ নেই হত্যাকারী কোনও অন্ধকার  
উদ্ধত কুপণ হাতে জেগে নেই মূর্তিমান অনানিত পিপাসা ।

## ভূষণ

তুমি চৈত্র নিষ্ঠুরতা ক্রমাগত আমাকে জ্বালাও,  
বিশাল খরায় মাইল মাইল দাহ, বনস্পতি পিপাসাকাতর :  
প্রাণপণ আকাজক্ষায় শিকড়ের বিনিম্বে বিস্তার  
ক্রমশঃ ফুরিয়ে যায়, ধুলার উত্তাপে  
লুটোপুটি খেতে খেতে শালিখ দম্পতি  
বিস্ফারিত চঞ্চুর জিহ্বায় সন্তাপ নেভায়,  
তুমি কতটুকু ভূষণটিকে দাও উপশম ।  
আমি সারাদিন ঘরে কিংবা ঘরের বাহিরে

পথে পথে পথের অস্তিমে

গ্রামে গঞ্জে, গঞ্জের থেয়ায়

তিরতিরে নদী পারাপারে

দূরাগত সম্রাসীর মতন গাজনে

শীতল হবার গানে উদয়াস্ত সানন্দে মেতেছি ।

তুমি নিষ্ঠুরতা কবে কোন হৃদয় অতীতে

পিপাসার বীজগুলি পুঁতেছিলে বুকের ভিতরে

ভারপর একদিন অনায়াসে চৈত্রের মতন

নীলিমা নিঃশেষ ক'রে

দিগন্ত পেরিয়ে অত্র দিগন্তের অদৃশ্য সীমায়

নদীকে পাঠিয়ে দাও, অবিরল বৃষ্টির আশ্বাসে

সমুদ্র ফতুর করো রোদ্দুরের প্রচুর উৎকোচে :

আমি প্রতিদিন চড়কের প্রাণাস্ত কুচ্ছতা :

অভিপ্রেত তৃপ্তি খুঁজে দিঘিদিকে পিপাসার শূণ্যতায় বাঁচি,

কতদূরে পরিজ্ঞান, উথাল পাথাল ঝড় অবিয়াম বৃষ্টির ভিতর

নতুন নতুন নদী সঞ্জীবিত নীলিমায় তপ্ত বালিয়াড়ি ।



## হরিণের মৃত্যু

সন্মিলিত ছায়া আর রোদ্দুরের গাঢ় অহংকার  
অরণ্যের নিঃশব্দ গহনে  
প্রত্যহ তাদের জন্ম অলৌকিক ইচ্ছার সঙ্গমে  
স্তনের শৈশব শেষ কচি-পাতা ধারালো দাঁতের  
রোমন্থনে জীর্ণ হলে পরিণত খুরে  
যৌবন লাফিয়ে ওঠে ক্রমায়ত শৃঙ্গের প্রাশাখা  
অকের মন্থন আভা অর্জনের অপেক্ষা ফুরালে  
বনের ভিতরে কেউ গোপন থাকে না  
তখন বনাস্তুরাল উন্মোচনে উৎক্লিষ্ট পিপাসা  
উৎসারিত নিঝরের প্রতিবিম্বে নিবোধ মুগ্ধতা  
বাঘের হুংকার ভোলে কখন অজ্ঞাতসারে আক্রমণ  
আর্তনাদ কণ্ঠনালি ছিন্ন করে রম্যীরাক্ত রম্য অবয়ব  
নতুবা মরণ ফাঁদ যুথচ্ছিন্ন নাগপাশ লতার বন্ধনে  
স্বস্বাদু মাংসের লোভ অকের লাবণ্যরাশি  
ক্রমশঃ কাছিয়ে আনে শিকারীর লোলুপ কৃপাণ

### ঝরাপাতা

ঝরা পাতা পাতা ঝরা এল এল চৈত্র চেতনায়  
আর একটি ফাস্কন ছাখো উন্মোচিত রক্তিম কিংলুকে  
দাউ দাউ জ্বলে দেয় দিনের আকাশ  
শালিখের তৃষ্ণা বাড়ে হলুদ কানিশে  
খড়কুটো জমে ওঠে আঁতুড়ের করুন নির্মাণে  
উঠোনের পানপাত্রে হলুদ রোদের মদ  
ঢেলে দেয় স্বচ্ছতার সতেজ সকাল  
আকন্দ গাছের চারিদিকে এলোমেলো বাতাসের প্রজাপতি দোলে  
অন্ধকার রাত্রির স্ফটিকে  
গনগনে নক্ষত্রের আয়ত অঙ্গার  
তাদের সমস্ত নীল দ্যুতি চরাচরে নিঃশব্দে ছড়াবে।

## এবার

এতদিনে তোমার মুরোদের কতখানি বহর জানা হয়ে গেছে  
এখন নিজেই নাস্তানাবুদ  
তাই খামোকা নিজের নাক কেটে  
পরের যাত্রায় হরবাড়ি গুগুগোল পাকাবার ধান্দা ।  
আমি কি কখনও কারও পাকাধানে মই টেনে  
সর্বনাশ করার মত মারাত্মক ইচ্ছে লালন করছি ?  
কাউকে না জালিয়ে

আমি একান্তভাবে নিজের স্বভাবে  
সব কিছু পূরনো হিসেবের জের মিটিয়ে  
বিমুক্ত জীবনের নোতুন স্বাদ নিতে চেয়েছিলাম !  
অথচ তুই একে একে হাড গেলি মাস খেলি  
শেষতক চামড়া খুলে ডুগডুগি বাজিয়ে  
সারা গ্রাম ঢেড়া দিয়ে এলি.....  
তখনও কিছু বলিনি !  
এর পরেও তুই আমার ঘরের মধ্যে  
আমার বৃকের পাজর খুঁড়ে  
নিশুতি রাতের অন্ধকারে সন্দেহের বল্লম খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে  
ট্রাক স্টকেস ড্রয়ার তোরঙ্গ হাঁটকে  
সব কিছু লুণ্ঠণ করে তল্লাসী চালালি  
কিন্তু সনাক্ত করার মত কিছুই পেলি না  
এবার তোকে টিট করবো !

## স্মৃতি

এই সব দৃশ্যগুলি রেখে দাও সময়ের বিখন্ড আরকে  
অতীত পেরিয়ে দেখো স্মৃতি ছাড়া আর কিছু পবিত্র থাকেনা ।

## সমস্ত কবিতাগুলি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে

এইসব মৃত্যুগুলি ঔদ্ধত্যের আশ্রয়ে বলেটে  
কেমন প্রত্যহ ছাখো ছিন্নভিন্ন, চতুর্দিকে খুলি ও পাজর  
পুড়ে যাচ্ছে নগরের প্রসিদ্ধ গরলে,  
দিবসের রোদ্দুরেও ছদ্মবেশী রাত্রির ঘাতক  
উৎকোচের লোভকে জাগিয়ে  
দৃশ্যের আড়ালে তীক্ষ্ণ ভোজালি শানায় ।  
উদয়াস্ত অস্তোদয় আমাদের স্বদেশিক পাথুরে পেশীর  
সঞ্চালিত উত্তমের লক্ষ ফলশ্রুতি  
কেন যে শিখর থেকে বারংবার শৈলমূলে পতন ঘটায়,  
সূর্যাস্তের অন্ধকারে গোখুলির স্মরণীয় রক্তাক্ত আলোয়  
শব্দগুলি খুঁজে রাখো প্রস্তুতির যোগ্য সমাহারে,  
জ্যেট বাঁধো শপথের প্রতিশ্রুতি উদগত নিঃশ্বাসে :  
কেননা সতর্কভাবে একদিন হস্তারক রাত্রির শরীর  
গেঁথে এনে রৌদ্রের বস্ত্রমে  
সমস্ত কবিতাগুলি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে দিতে হবে ।

## প্রতিদিন ধমনীর দিগ্বিদিকে

প্রতিদিন ধমনীর দিগ্বিদিকে ধাবিত ইচ্ছার  
সমস্ত আকাজক্ষাগুলি ছুঁড়ে দাও দূরের ইথারে  
এবং প্রত্যহ সেই দূরায়মানের অভিলাষ  
প্রক্ষেপিত চিন্তাগুলি অভিকর্ষ পেরিয়ে চাঁদের  
পাথুরে শরীর ঘিরে ঘুরে মরে মায়াবী কুহক  
ফাটা-মাটি, প্রস্তুরিত চিত্তভঙ্গ্য কংকাল হৃদের  
মারীচ পিপাসা তুমি অপার্থিব রিক্ত উপগ্রহে  
তখন বুকের মধ্যে বিপ্রতীপ বোধের সংক্রাম  
পুনরায় কেন্দ্রাতিগ অভিপ্রায়ে ধমনী ধাবিত  
তখন কোথায় নদী পিপাসায় ঝর্ণার সম্মতি  
শ্রামল আবহমান বহুধরা, সমুদ্রের প্রচুর উচ্ছাস ।

## শব্দগুলি সূর্যের কণিকা

সূর্যের কণিকাগুলি কবিতার বাজ্রয় ছাতনা  
অবিনাশ ক্ষুধা বা সঙ্গমে  
আলোড়িত দীর্ঘদিন ক্লান্তি ক্লান্তি বিকল্প বিরল  
কেবল ভাষাই ছাণো ক্রমবিবর্তনে  
জীবন্ত ধ্বনির উৎসে স্বাভাবিক প্রাণের বর্ণায়  
বেদনার গানগুলি প্রেমিকের প্রার্থনায় চিরায়ত রহস্য বিষ্কার  
বার্ককে্য আরুঢ় সজ্জা অথচ গাছের ডালপালা  
সবুজ আবহমান সন্নিহিত মাটি ও বাতাসে  
গ্রন্থে নয় মস্ত্রে নয় সামান্যের উজ্জীবনে জীবন্ত বৃক্ষের  
মতন মুখের ভাষা কালক্রম ঋতু বা আবহ  
অহুযায়ী ছায়া তরু সবুজাভ পাতায় বঙ্কলে ।  
শুধু মাত্র শব্দগুলি গুরুমন্ত্র সৌর প্রতিভাস  
তাদের বিকীর্ণ দ্রুতি জলে স্থলে বাতাসের প্রাণদ উজ্জাপ  
বীজের ভিতর হতে অন্তর্গত উচ্চারণে কবিতার ভ্রূণকে জাগায়  
হে মহাপৃথিবী তুমি জেনে রাখো আর কোনো মহৎ ভাণ্ডার  
এতদিনে অলুপ্তিত পড়ে নেই শিল্পের দেউলে  
তুমি শুধু ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর স্বকাল শব্দের উচ্চারণ

## দেবদারু

দেবদারু বৃক্ষের ঋজুতা  
আকাশ পেরিয়ে যায় অল্প এক আকাশের নীল অভিপ্রায়ে  
যেখানে দিবসগুলি দীপ্ত হৃদয়পটে  
রূপালি মেঘের দেশ । রাজি তার রহস্য কাহিনী  
নক্ষত্রের আগ্যায়িকা উষ্মলিত মৌন উপন্যাসে  
রেখেছে তৃপ্তির পাঠ, অন্ধকার নিঃসঙ্গ হৃদয় ।

## পৃথিবী

অনেক উঁচু থেকে নীল আকাশের পাখির ডানার নিচে  
মাইল মাইল বিস্তৃত সবুজ ঢেউ খেলানো বন  
আর সেই অলৌকিক বন তার ভয়ংকর নিঃশব্দতা নিয়ে  
ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বৃকের কাছাকাছি ।  
বনের চেরা সিঁথির মধ্যে নদীর ফেনিল শুভ্রতা আপাত জমাট  
চ্যাপ্টা পাহাড়ের নিশ্চিহ্ন কর্কশতার ভিতর  
দেশলাই বাস্তব মত পাহাড়তলির বস্তি গ্রাম ঘর বাড়ি  
সেই সব ঘরের ভিতরকার অগণিত ইচ্ছার সজীব আমন্ত্রণ  
এখন অনেক উঁচুতে পাখির বৃকের মধ্যে কাছিয়ে যেতে যেতে  
এক ধরণের অভূতপূর্ব স্পন্দন উঠছে ।  
যখন সবুজ পাতার আড়ালে : আরো কি আছে আরো কি আছে  
নদীউপত্যকার অববাহিকা বিধৌত কোন আগোচর ভাষা আছে  
পাহাড়ে পাহাড়ে বর্ণা, খনিজ ধাতুর অজ্ঞাতগোচর উজ্জলতা  
ঘরের ভিতর নিবু নিবু প্রদীপের অন্ধকারপ্রধান আলোকে  
ছোট মশারির মধ্যে ঘুমন্ত শিশু  
তার পরিতৃপ্ত জনক জননী যে কোনো সংসার  
উত্থানে ভাতের মাড়ের পোড়া গন্ধে রোদ গাঢ় হয়ে ওঠে  
যে কোন ছপুরে  
অদৃশ্য সিলিং থেকে সংরক্ষণ অগ্নির দোলন।  
এখন ছলে ছলে লোকায়ত কিংবা অলৌকিক  
অনেক উঁচু থেকে  
যেখানে চারধারের শূন্যতা দ্রুত সরে যাচ্ছে স্মরণীয় পশ্চাতে  
যখন পৃথিবী ক্রমশঃ কাছিয়ে আসছে দ্রুত  
ধুক ধুক হৃৎপিণ্ডের অবিরাম ঢোলক নিনাদে ।

## অন্ত বৃষ্টি

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টির ভিতর

স্মগ্র এশিয়া ভূমি অশনি সম্পাতে

বৃষ্টি বৃষ্টি অবিরল অবিরাম

এই বৃষ্টি

গরল মেশানো

ন্যাপাম বোমার গ্যাস

নাকি

আমাদের ছত্রাকার হৃৎপিণ্ডের রক্তের প্রপাত

নীরন্ধ্র আঁধারে ভাসে শয়তানের বিশাল জাহাজ

লোভকে জাগিয়ে

জাহাজে মাহুষ ভরে

মাহুষের ক্ষুধা মরে দূষিত ডলারে

মেঘে মেঘে সূর্যের আড়াল

সূর্যের আড়ালে তেজস্ক্রিয়

বৃষ্টি বৃষ্টি অবিরল অবিরাম

ঘুমে জাগরণে

শয়তানের বিশাল জাহাজ ভেসে আসে

মৈত্রী ও মিশনের নাগপাশে

প্রেম প্রীতি করুণার আলোড়ন এখন নিহত

## গোধূলির অগ্নিকাণ্ড

সূর্যাস্তের সন্ধিক্ষণে দাউ দাউ পশ্চিম আকাশ

‘আগুন আগুন’

ভয়ংকর ধ্বংসের তাণ্ডব

কিন্তু কেউ কোনক্রমে অগ্নিকাণ্ড নেভাতে এল না

অথচ

উত্তর পশ্চিম কোণে কয়েকটি মেঘের পাহাড়

সেই সব পাহাড়ের উদ্ভাসিত বিধিত চিত্রের

টলোমলো জলন্তরা গোধূলির নদীর জোয়ার

জোয়ারের উবেলিত জলস্রোতে ছিল উপশম

কিন্তু মেঘ কিংবা নদী

কেউ না কেউ না

আদিগন্ত গোখুলির অগ্নিকাণ্ড নেভাতে এল না  
কেবল অদূরবর্তী কতিপয় ছায়াসাজু দীর্ঘ দেবদারু  
ক্রমাগত ছলে ছলে দক্ষিণের দামাল বাতাসে  
শিকড়ের উষ্মকনে উষ্মমুখী কাণ্ডের নিঃশ্বাসে  
দিশ্বিদিকে যতদূর ডালপালা, ভীষণ নাড়ালো

যাবার আগে

হয়তো আমিও যাবো দেখে নিয়ো তুমি প্রয়াণের  
সহযাত্রী আমি আর অজ্ঞাতগোচর ভালবাসা  
এই ঘর বাড়ি ও দালান

লোকালয় আধাশহরের

যাবতীয় স্মৃতি অম্লভব

আলোড়িত কয়েকটি বছর

স্মরণীয় উৎস থেকে অন্তর্গত নদী

নদীর গলায় বাঁকা হাঁসুলি ত্রিভুজের অলংকার  
থৈ থৈ শব্দে জল নড়ে জোয়ার ভাঁটাঘ  
মাঝিগাল্লা ষ্টীমার লঞ্চের বাঁশি বিরাট জেটিতে

গাদাবোট বাঁধা

ওন্টানো কাছিমের ধূসর পিঠের মত বালুচর

বালুচরে মেছো বক দড়ির নঙর

ছ'পাশের জনপদ ক্রমায়ত

নারিকেল বনবীথি তাদের আড়ালে

চটকলের চিমনি ধোঁয়া লোকোশেডে সমস্ত প্রহর

ইঞ্জিনের যাতায়াত

ওয়াগন থালাস বোঝাই

লঙ্করের হৈ চৈ

এই সব দেখে দেখে একদিন ঘরাক্ত সঙ্কায়

দেখে নিয়ো আমি একদিন

সব কিছু তোমাকে জানিয়ে

চলে যাবো সহযাত্রী বৈরাগ্যের প্রসন্ন প্রস্থানে

## বাইরে

যখন যেদিকে যাও যেদিকে তাকাও ওরা চতুর্দিকে  
ক্রমাগত তারস্বরে চৌচিমে জানাবে  
এখন রাত্রি

আলো নেই দিগ্বিদিকে অন্ধকার ছড়িয়ে রয়েছে

অথচ আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম

ক্রমশঃ লাল হয়ে উঠছে সূর্যোদয়ের দিগন্তরেখা  
এটুকু পরেই

সকালের সূর্য তার তীক্ষ্ণ রোদ্দুরের অজস্র বল্লমে  
অন্ধকারকে এফোড় ওফোড় করে দিয়েছে

আর রাত্রি একটা বুনো শূয়োয়ের মত

তার বিদকুটে লোমশ শরীরটাকে নিয়ে

ঘোঁং ঘোঁং করতে করতে

এদিক ওদিক অসহায়ভাবে তাকাতে তাকাতে

ভয়ংকর আতঙ্কে

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও

নদী পেরিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলো

অথচ এগনও কেউ কেউ সতর্ক সংকেতে

প্রবল চ্যাচাচ্ছে

এখন রাত্রি

আলো নেই বিপজ্জনক অন্ধকারে তোমরা কেউ বাইরে যেয়োনা

## ষ্টেনোগ্রাফার

তোমার যা খুশি তাই ডিক্টেশন দিয়ে যেতে পারো

আমি নির্বিকার জেনো

খোলাখাতা

কুমারী স্বভাবে

তা'র শুভ্র বাসনায় পেন্সিলের অহংকারে উৎকীর্ণ অক্ষর

একান্তে সাজাতে চায়

আমি কিন্তু শিথিল আঙুলে

সব কিছু এ লো মে লো



এতক্ষণ তুমি যা বলেছ  
 কিছুই শুনিনি তবে অকস্মাৎ না-বলা না-শোনা  
 এ ম ন অ নেক ক থা আমিই তোমাকে  
 অনেক শোনাতে পারি অলৌকিক ধ্বনির সংকেতে  
 মঞ্চে একা কেউ নেই

নেই দৃশ্য কোনো কুশীলব  
 যতদূর দৃষ্টি যায় চতুর্দিকে উৎকর্ণ দর্শক  
 স্বকীয় স্বভাবে আমি চিরায়ত বাচাল সংলাপ  
 উদ্ভাসিত হতে পারি নেপথ্যের স্থিতপ্রজ্ঞ প্রম্টার ছাড়াও

## মর্গ

আমার মাকেও তুমি রেখে এসে। মর্গের পাতালে ।  
 ব্লাডব্যাঙ্কে রক্ত নেই, প্রতিষেধকের উদ্বর্তন  
 অধুনা শরীরে লুপ্ত, ক্লোরোফর্ম মেশানো বাতাসে  
 পাখিরা ঘুমিয়ে পড়ে, আকাশ পালায় দূরে যোজন যোজন ।

দ্বিতীয় মহেঞ্জদাডো দূরতর ভবিষ্যের প্রত্ন-পরীক্ষায়  
 বিশ্বয়ে বিপন্ন হবে : মড়ক আগ্নেয়গিরি বন্যা-ভূকম্পন  
 তাবৎ নজির ভেঙে হস্তারক সত্তার পিপাসা  
 নগর বন্দর গ্রামে লক্ষ লক্ষ পেতেছে কফিন ;  
 দেয়ালে রক্তের দাগ, জাল ওষুধের শিশি, ঘুমে জাগরণ—  
 ছবির ভিতরে শুধু মহাপুরুষের স্নান চোখ,  
 ক্ষীতোদর বণিকের ঠাণ্ডিঘরে নষ্ট শস্য রয়েছে প্রচুর ।

মাকে তুমি রেখে এসে। অন্ধকার মর্গের ভিতরে  
 সেখানে মৃত্যুর দুর্গে আত্মঘাতী মাহুষের নিঃশ্বাস থাকে না,  
 আগ্নেয় প্রভাবে সেই গর্ভিণীর হিমাক্ত কোরকে  
 রৌদ্রের পলাশ হ'য়ে ফুটে উঠবে নির্বিশ্ব জাতক ।

## জেব্রা

রেলিঙের মধ্যে দুটো জেব্রা দাঁড়িয়েছিল ।  
বালকের হাতের বাদামে  
তাদের লোলুপ দৃষ্টির ফ্রিঙ্ক শট  
এ-যাবৎ জেব্রা বিষয়ক সমস্ত, অস্তুত কাব্যিক জেব্রার  
বিখ্যাত ইমেজ বড় করণ হয়ে গেল ;  
হাওয়ার রাতের দুঃস্বপ্ন হাওয়ার মতো  
অল্পম মশ্ণ যাদের ক্ষিপ্ততা,  
চিড়িয়াখানার লোহার খাঁচায়  
পোড়াঘাসের একচিলতে মাঠে  
বালকের করুণাপ্রত্যাশী  
তারা, সিংহের হংকারেও অটলতায় স্থবির,  
জং-ধরা খুরের জ্ঞাত অমৃতবে  
এখন কোথাও আর মাইল মাইল হরিৎ প্রান্তর নেই  
এবং উপমানের জন্ম এখন কেউ আর  
জেব্রার সন্ধান করে না :  
শুধু পথে যেতে যেতে জেব্রা ক্রাশিং  
কিংবা কদাচিৎ ঘনসন্নিবদ্ধ গাছের ডালপালা ভেদ করে  
চিকিরমিকির রোদ্দুরের কুচোয়  
যতদূর দৃষ্টি যায়  
হাড় নেই, মাংস নেই  
নিরবয়ব স্মৃতির জেব্রার  
হুশ্রাপ্য চামড়াগুলি পথে কেউ ছড়িয়ে রেখেছে ।

## বিশাল ব্যাপ্তির বোধ

স্বতরাং যতদূর যাওয়া যায় ছড়িয়ে পড়ার  
সমস্ত আকাজক্ষাগুলি আমি প্রতিদিন  
ক্রমাগত দিগন্তের যৌথ উন্মোচনে  
পরিচিত সংলাপের উৎসারিত ধ্বনি-প্রতিধ্বনি  
ছুচোখের দৃষ্টিরেখা অন্তর্গত অন্তর্ভব যতদূর যখন যেকোনো  
প্রত্যাহার কেন্দ্রাভ্যুগ শৃঙ্খলের বিচূর্ণ ঝঙ্কারে  
আমি কোনো বিশাল পরিধিগত সহজের আবর্তনে শরিক হয়েছি  
সম্মিলিত মুখচ্ছবি স্বেদসিক্ত কথাবার্তা অবিরল স্মৃতি  
বিপুল নক্ষত্রবীথি মহাশূন্য মাইল মাইল  
বীতনিদ্র পৃথিবীর নতুন আকাশে  
অলৌকিক সমাচার  
দিন নেই রাত্রি নেই রক্তপাত শমিত জীবনে  
নিরবধি একক ঋতুর  
নিবিড় সংক্রাম  
স্বাভাবিক চৈতন্যের উন্মোচনে যেখানে নতুন কোনো ছুঁতে নেই  
মৃত্যুর শাসনে তাই  
কেউ তার সহজাত অহঙ্কার কপট বিনয়ে  
বিনাশ করে না  
যে যেখানে আছে সকলের কাছেই এখন সব দায়ভাগ  
বিশাল ব্যাপ্তির বোধে এখন বিশেষভাবে আমি কারো সংশ্লেষ মানি না।

## অন্বেষণ

কাকে তুমি জব্দ করে নিষ্কটক ইচ্ছার শিখরে  
যাওয়ার বাসনাগুলি নিরঞ্জন স্রোতের ভিতর :  
সূর্যোদয় অভিলাষ এখন ভাসিয়ে দাও গাঢ় অহংকারে,  
কে কার বিরুদ্ধতায় প্রতিদ্বন্দ্বী, তু' মেকর ভবিষ্য অতীত  
বর্তমান সময়ের ত্রিবেণীসঙ্গমে  
কা'র যোগ্য ভূমিকার মৌলিক প্রতিভা  
নিবিঁলে কালাতিশয়ী বিকাশের দীপ্ত উন্মোচনে  
নতুন স্বাক্ষর রাখে

অববাহিকার সাক্ষ সীমানা পেরিয়ে  
দূরতর আরণ্যক মোহানার নীলিমা অবধি,  
কিছু না জেনেও একা স্বরচিত সংলাপের নিবিষ্ট উচ্চায়ে  
প্রত্যাহের শঙ্কায়িত অন্তর্যব স্মৃতি  
অঙ্ককার পার হয়ে ভ্রোতির্ময় বিশাল পতিধি  
কেবা আর স্পর্শ করে স্বতন্ত্র স্বভাবে  
যতটুকু যাওয়া যায়

কয়েকটি প্রজন্ম ঘুরে  
নির্মিতির অলৌকিক মন্ত্র উচ্চারণে  
এখন যে-কোন দুঃখ কিংবা কোনো দৃষ্টান্ত বিরল  
স্বথের সারাংশার যতটুকু স্বাভাবিক আনন্দ বেদনা  
তাই শুধু যেতে যেতে দিনরাত্রি ঘূমে জাগরণে  
উচ্চারিত গানগুলি তুলি রঙ শব্দের প্রতিমা...  
নশ্বরতা অনিবার্য তবুও প্রার্থনা  
যখন যেদিকে খুশি  
যতদূর যাওয়া যায় ক্রমাগত অন্বেষণ আলোড়িত সত্তার ভিতর ।

## উদাস বন্ধু

সূর্যের নিকটতর আদিগন্ত মেঘের মেলায়  
উড়িছে সমস্তক্ষণ তার দেহ, আলোকিত ডানা,  
যেখানে সমাপ্তি নেই, নেই মৃত্যু, সময়, সীমানা  
সেখানে উজ্জ্বল রোদ্রে তার ছ'টি পাখনা ছড়ায় ।

মাহুষ বন্ধুক ছোড়ে

ফাদ পাতে

ঈর্ষায়

হিংসায়

অ ব সা দে,

আমার উদাস বন্ধু স্পৃহাহীন শুধু চেয়ে থাকে  
যেখানে আলোর উৎসে পাখি ওড়ে ডাকে ।

